জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাংলার গর্ব

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে অরিজোন্তি বিভাগে সেরা পুরস্কার পেলেন বাংলার পরিচালক অনুপর্ণা রায়। অনুপর্ণা প্রথম ছবি পরিচালনা করেছেন। ছবির নাম সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ

হ্যারিকেন কিকো

প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। হ্যারিকেন 'কিকো'র সতর্কতা জারি। ভারতে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে না। মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় ৫৫-৬৫ কিমি গতিবেগে ঝড়। দেশজুড়ে দুর্যোগের সতর্কতা

৫ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের দীর্ঘ চন্দ্রগ্রহণ দেখলেন দেশবাসী

৩ জেলায় ব্লক-টাউন সভাপতির নাম ঘোষণা তৃণমূল কংগ্রেসের

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৬ ● ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২২ ভাদ্র ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 106 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 8 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কড়া নিয়ম মেনে এসএসসিতে ৩.২০ লক্ষ ■ চ্যাম্পিয়ন পুলিশ

যোগীরাজ্য থেকে পরীক্ষা দিয়ে গেলেন রমেশ কুমার, রাজেশ কুমার ও দীনেশ কুমার। রবিবার জয়পুরিয়া কলেজে। —শুভেন্দু চৌধুরী

ডবল ইঞ্জিন রাজ্য থেকে এসে পরীক্ষা ভরসা সেই বাংলাই

প্রতিবেদন : বিজেপির শুধু মুখে বড় বড় কথা, কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। সেই কথাই এবার প্রমাণ করলেন বিজেপি-রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা। রবিবার এসএসসি পরীক্ষা দিতে এসে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, ওড়িশার চাকরিপ্রার্থীরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন, ডবল ইঞ্জিনে চাকরি নেই। তাই তাঁরা রুটি-রুজির জন্য বেছে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলাকেই। বাংলাতেই তাঁরা কর্মজীবন শুরু করতে চান।

উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার, রাজস্থান, ত্রিপুরার চাকরিপ্রার্থীরা বাংলায় কেন? মুখোশ খুলে দিলেন বিজেপির ■ পৃ. ৩

বাংলায় নিয়োগে বারবার নানা জটিলতা তৈরি করেছে বিজেপি। কিন্তু নিজেদের রাজ্যেরই নিয়োগ পরিস্থিতির দিকে ফিরে তাকায়নি। নিরুপায় হয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, রাজস্থানের মতো রাজ্যের প্রার্থীরা বাংলায় পরীক্ষা দিতে এলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি ও তাদের সঙ্গী রাজ্যগুলিতে নিয়োগের পরীক্ষা প্রায় পাঁচ বছর বন্ধ। নিয়োগ হয়নি, নিয়োগের পরীক্ষাও হয়নি, বেড়ে চলেছে বেকারত্ব। যুবসমাজে হাহাকার। কোনও দৃকপাত নেই বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে। তাই তাঁরা বাংলায় (এরপর ৮ পাতায়)

চক্রান্ত উড়িয়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা

প্রতিবেদন : বিরোধীদের চক্রান্তকে একেবারে নস্যাৎ করে হাসিমুখে চ্যালেঞ্জ জয় এসএসসি ও রাজ্য প্রশাসনের। নির্বিঘ্নে শেষ হল রাজ্যে ৩.২০ লক্ষের এসএসসি পরীক্ষা। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ফের একবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হল পুলিশ। বিজেপি

৩.২০ লক্ষ পরীক্ষার্থী ৬৩৬ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলেন নির্বিঘ্নে। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এসএসসি, স্কুল শিক্ষা দফতর এবং পরীক্ষার্থী ও রাজ্য প্রশাসনকে। যাঁদের সাহায্যে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আত্মতুষ্টির কারণ নেই। ৭ দিন পর আর একটা পরীক্ষা। সেটাও নির্বিঘ্নে করতে চাই। এসএসসির পরীক্ষা একটা বিরাট কর্মকাণ্ড। তা সফল করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ রাজ্য প্রশাসনের কাছে। পরের প্রস্তুতি শুরু করেছি।

এসএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাকে বানচাল করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল, সেই বিজেপির রাজ্য থেকেই পরীক্ষার্থীরা বাংলায় নিয়োগের পরীক্ষা দিতে এসে মুখোশ খুলে দিলেন ডবল ইঞ্জিনের। পরীক্ষা

টাকি স্কুলে পরীক্ষার্থীরা। নথি পরীক্ষায় পুলিশ। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে পরীক্ষা। সব পরীক্ষার্থী, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন, রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর এবং গোটা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের ধন্যবাদ। আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাও সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে পরিচালনার জন্য রাজ্য প্রস্তুত। স্কুল সার্ভিস কমিশন তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, এদিন ৯১ শতাংশ পরীক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ভিনরাজ্যের প্রার্থী ছিলেন প্রায় ৩১ হাজার।

রবিবার নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগের জন্য পরীক্ষার আয়োজন করে এসএসসি। যথাসময়ে শুরু হয় পরীক্ষা। দেড় ঘণ্টা সুচারুভাবে চলে পরীক্ষা প্রক্রিয়া। কলকাতায় ৪১টি কেন্দ্রে এবং গোটা রাজ্যে ৬৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়েছে। পুলিশের তরফে নিশ্ছিদ্র (এরপর ৮ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সূর্য সকাল

সবুজ আসুক ফিরে
সমগ্র বিশ্ব জুড়ে,
বেদনা যার দূরে
হতাশা যাক সরে
সৃষ্টির ঘাসে, ঘাসে
নব প্রজন্ম হাসে।
একটু ফিরে দেখা
সুরসৃষ্টির লেখা।
সুর ও মাটির দৃষ্টি জুড়ে
বাতাস আসুক বর্ষাভরে।
কিচির-মিচির পাখির স্বরে
মন খুলে হাসো সূর্য সকালে।

সাফল্য পুলিশের

জয়সলমের থেকে গ্রেফতার দেশরাজের বাবা

প্রতিবেদন : বিএসএফের সহযোগিতায় গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করেও শেষরক্ষা হল না। রাজ্য পুলিশের জালে ধরা পড়ল নদিয়ায় কলেজ ছাত্রী খুনে অভিযুক্ত দেশরাজ সিংয়ের বাবা রঘুবিন্দ সিং। রাজস্থানের জয়সলমের থেকে তাকে গ্রেফতার করে কৃষ্ণনগর থানার পুলিশ। ঈশিতাকে খুন করে প্রথমে উত্তরপ্রদেশ ও পরে নেপালে পালিয়ে যেতে দেশরাজকে সবথেকে বেশি সাহায্য করেছিল তার বাবাই। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে এই তথ্য। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কলেজ পড়ুয়া ঈশিতা মল্লিকের খুনের ঘটনায় গত রবিবার অভিযুক্ত দেশরাজকে নেপাল সীমান্ত (এরপর ১২ পাতায়)

ঈশিতা ও দেশরাজ।

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিবাদ-ধরনা। বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের সভানেত্রী মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। সঙ্গে মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়া-সহ সংগঠনের নেতৃত্ব।

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদ, ধর্মতলায় উপচে পড়ল স্বাস্থ্যকর্মীদের ভিড়

প্রতিবেদন : বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ফের গর্জে উঠল ধর্মতলা চত্বর। এবার সোচ্চার প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান-সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের ভিড়ে উপচে পড়ল ডোরিনা ক্রসিং। রবিবারের ধর্মতলা কার্যত দখল করে নিলেন তাঁরা। সংগঠনের সভানেত্রী মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজার নেতৃত্বে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা বিজেপির বাংলাবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ নেন। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ-সহ অনেকে। মঞ্চ থেকে আওয়াজ ওঠে— বাংলা ছিল, আছে, থাকবে। আর ওরা বাংলা শুনলেই কাঁপবে।

সংগঠনের সভানেত্রী ডাঃ শশী পাঁজা এদিন বলেন, আমাদের এই সংগঠনের বয়স একবছরও হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এরপর ১২ পাতায়)

তারিখ অভিধান

১৯২৬ ভূপেন হাজারিকা (১৯২৬-২০১১) এদিন অসমের সদিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী, সুরকার ও গীতিকার লেখাপড়ায় মেধাবী ছাত্র। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে আমেরিকায় গিয়ে ভারতীয় লোকশিক্ষার জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। চিন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন, সর্বত্রই তাঁর গান মানুষকে উদ্বেল করেছে। সংগীত পরিচালক ভূপেন হাজারিকার খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল হিন্দি 'চামেলি মেমসাহেব' ছবিতে সুর দেওয়ার সুবাদে। তাঁর গানের মূল কথাটি ছিল, 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য'। আত্মপরিচয় দিতে গাইতেন, 'আমি এক যাযাবর'।

১৯৬০ ফিরোজ গান্ধী (১৯১২-১৯৬০) এদিন প্রয়াত হন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। ১৯৫২ সালে রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে লোকসভার সাংসদ হন। পত্নী ইন্দিরা গান্ধী এবং পুত্র রাজীব গান্ধী পরবর্তীকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাকের পর দিল্লির উইলিংডন হসপিটালে ভর্তি হন। সেখানেই এদিন তাঁর মৃত্যু হয়।

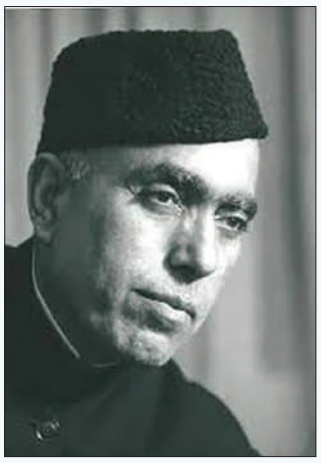

১৯৮২ শেখ আবদুল্লা (১৯০৫-১৯৮২) এদিন প্রয়াত হন। শের-ই-কাশ্মীর নামে পরিচিত এই রাজনীতিক আমৃত্যু জম্মু-কাশ্মীরের রাজনীতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পর তিনি সেখানকার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় ছেলে ডাঃ ফারুক আবদুল্লা ওই পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৯ স্বামী অভেদানন্দ (১৮৬৬-১৯৩৯) এদিন প্রয়াত হন। পূর্বাশ্রমের নাম কালীপ্রসাদ চন্দ। ১৮৮৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর তিরোধানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। ১৮৬৯-এ স্বামী বিবেকানন্দের আদেশে লন্ডনে যান। ১৮৯৭-তে নিউ ইয়র্কে বেদান্ত আশ্রমের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯২৩-এ কলকাতায় ফিরে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতার এই বেদান্ত মঠেই তাঁর মৃত্যু হয়। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে 'আত্মবিকাশ', 'বেদান্তবাণী', 'হিন্দুধর্মে নারীর স্থান' প্রভৃতি।

১৯৩৩ আশা ভোসলের জন্মদিন। ১৯৪৩-এ তাঁর সংগীত-জীবনের শুরু। এক হাজারেরও বেশি ছবিতে গান গেয়েছেন। তার বাইরেও অজস্র অ্যালবামে গেয়েছেন। সব মিলিয়ে প্রায় বারো হাজার গান গেয়েছেন এই কোকিলকণ্ঠী। তাঁর গাওয়া গানের বিপুল সম্ভারে যেমন রয়েছে ভজন, গজল, তেমনই আছে পপ সংগীত, কাওয়ালি, এমনকী রবীন্দ্রসংগীতও। শুধু হিন্দি নয়, কুড়িটি ভারতীয় ভাষা এবং একাধিক বিদেশি ভাষায় গান গেয়েছেন আশা। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, জাতীয় পুরস্কার, ফিল্ম ফেয়ার জীবনকৃতী সম্মান-সহ বহু সম্মান।

১৫০৪ ফ্লোরেন্সে এদিন উন্মোচিত হল মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর কালজয়ী ভাস্কর্য ডেভিড। ১৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এই মার্বেলের মূর্তিটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল তিন বছর। লোকচক্ষুর আড়ালে শিল্পী এটি নির্মাণ করেন।

পাটির কর্মসূচি

উত্তরপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান পিনাকী ধামালির স্মৃতিরক্ষায় এবং থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষু রোগীদের সাহায্যার্থে শ্রমজীবী ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় রক্তদান শিবিরে রবিবার উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপন দাস, হুগলি জেলা ছাত্র সভাপতি শুভদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৯

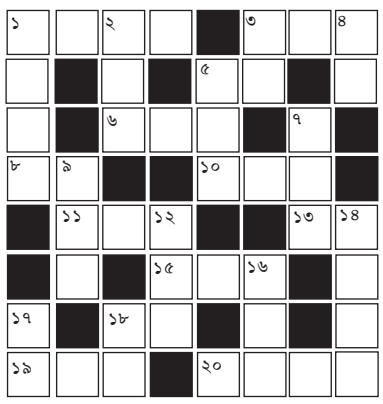

পাশাপাশি : ১. ময়রা ৩. খ্রিস্টানদের প্রার্থনা শেষের মন্ত্র ৫. বন্ধু, মিত্র ৬. গণনা ৮. মাছ কোথায়? ১০. নিবাস, বাসস্থান ১১. সাদাটে ১৩. বিভাজ্য অঙ্ক ১৫. বিষ্ণু, নারায়ণ ১৮. ফলবিশেষ ১৯. উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত বিখ্যাত কংগ্রেসি নেতা ২০. পরাধীন।

উপর-নিচ : ১. ব্যাধ, পাখিশিকারি ২. ছাই, পাঁশ ৩. গোটা ৪. ছেঁড়া ন্যাকড়া, কানি ৫. আধপচা ৭. আগুন, অগ্নি ৯. হৃৎস্পন্দনের রেখাচিত্র ১২. সম্মান ১৪. গিরিশ ঘোষের নাটক ১৬. প্রতিজ্ঞা, দিব্য ১৭. মায়ের সূত্রে আপনজন ১৮. জ্যোতিষী ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৮ : পাশাপাশি : ২. চৈতন ৪. ক্ষমতা ৬. মণি ৭. পত্রপত্রিকা ৮. কলস ১০. অনঘ ১২. বড়তামাক ১৩. টকি ১৪. রদন ১৬. শর্বরী। **উপর-নিচ :** ১. যাম ২. চৈত্রপবন ৩. নলিকা ৪. ক্ষণিক ৫. তাপস ৯. ললিতাগৌরী ১০. অকর ১১. ঘটন ১২. বংশ ১৫. দম্ভ।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল

■ কাজল

■ কৌশানী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

8 September, 2025 • Monday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

রবিবাসরীয় বিকেলে নিউ মার্কেটে পুজোর কেনাকাটায় জনস্রোত

ভাঙা পা, পিঠে করে পরীক্ষার্থীকে ক্লাসরুমে নিয়ে গেলেন পুলিশকর্মী

■ কনস্টেবল রীতা রায় পৌঁছে দিচ্ছেন পরীক্ষার্থী সুতপাকে।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: পা ভাঙা। অসহ্য যন্ত্রণা। পরীক্ষাকেন্দ্রে গাড়ি করে পৌঁছেও ক্লাসরুম পর্যন্ত যেতে পারছিলেন না। কর্তব্যরত মহিলা পুলিশের নজরে পড়তেই এগিয়ে গেলেন। পিঠে তুলে নিলেন পরীক্ষার্থীকে, পৌঁছে দিলেন ক্লাসে। রবিবার পুলিশের মানবিক মুখের সাক্ষী থাকল জলপাইগুড়ি। সৌজন্যে এসএসসি পরীক্ষা। শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ সার্কুলার রোড এলাকার বাসিন্দা পরীক্ষার্থী সুতপা রায় ভাঙা পায়ের যন্ত্রণায় ভুগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছন। আঘাতের কারণে তিনি নিজে থেকে নির্ধারিত ক্লাসরুমে যেতে পারছিলেন না। পরিস্থিতিতে অসহায় ও হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ঠিক তখনই কর্তব্যরত অবস্থায় সুতপার বিপন্ন অবস্থা লক্ষ্য করেন লেডি কনস্টেবল রিতা রায়। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরেও তিনি দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে আবার পিঠে করে স্কুল চত্বরের বাইরে এনে টোটোতে তুলতে সহায়তা করেন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক ও স্থানীয়রা কনস্টেবল রিতার মানবিকতার প্রশংসায় মুখর হন। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবহালে উমেশ গণপত বলেন, পুলিশের দায়িত্ব কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা নয়, প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোও সমান জরুরি। আজকের ঘটনাটি আমাদের বাহিনীর মানবিক চিত্রকেই সামনে তুলে ধরল। জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ আবারও প্রমাণ করল, পুলিশ কেবল কঠোর রক্ষক নয়, সময়ে সময়ে মানুষের সবচেয়ে বড় সহায়কও।

পাশে প্রশাসন

একমাসের শিশুকে নিয়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: কোলে একমাসের শিশু। এসএসসি পরীক্ষা দেবেন কীভাবে? পরীক্ষাকেন্দ্রে সমস্যা হবে না তো? পরীক্ষার দিনও এই চিন্তা ঘিরে ধরেছিল রায়গঞ্জের পরীক্ষার্থী ঝুম্পি মাহাতোকে। কিন্তু কেন্দ্রে পৌঁছেই সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটে। কারণ পাশে দাঁড়ায় প্রশাসন। পুলিশ এবং পরীক্ষকরা ঝুম্পিকে নিশ্চিন্ত করেন। তাঁরা বলেন, সমস্যা নেই, শিশু নিয়েই পরীক্ষা দিতে পারবেন। প্রশাসনের এই মানবিকতায় আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ঝুম্পি। যদিও পরীক্ষা খুব ভালই দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। জীবনবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়া শেষ করে এই প্রথম এসএসসিতে বসার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। আগামী দিনে এই ছোট্ট সন্তানকে ভাল ভবিষ্যৎ দিতে ও নিজের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্নকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে তাঁর পরীক্ষা দিতে আসা, এমনটাই জানালেন ঝুম্পি। এসএসসিতে বসতে পেরে তিনি ভীষণ খুশি।

পুলিশের গাড়িতে ২৫ কিমি পরীক্ষার্থী পৌঁছলেন কেন্দ্রে

ভুল কেন্দ্রে চলে গিয়েছিলেন কোচবিহারের দেবুলাল গড়াই

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে ভুল জায়গায় এসে পৌঁছেছিলেন পরীক্ষার্থী। এদিকে সময় হয়ে আসছে পরীক্ষায়। কী করবেন, কীভাবে যাবেন কিছুই যখন বুঝে উঠতে পারছিলেন না, তখনই পরিত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক। নিজের গাড়ি করে সঠিক কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন। আলিপুরদুয়ারের ঘটনা। রবিবার সকালে কোচবিহারের বাসিন্দা দেবুলাল গড়াই ভুল জায়গায় এসে উপস্থিত হন। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের জন্য হাতে ছিল মাত্র ৩০ মিনিট সময়। কলেজের গেটের বাইরে সেসময় ডিউটি করছিলেন আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি মঞ্জয় দত্ত। তিনি বিষয়টি লক্ষ্য করে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁর কী হয়েছে। এরপর ওই পরীক্ষার্থী গোটা ঘটনা বলার পর, ট্রাফিক ওসির নির্দেশে সুব্রত সেন নামে একজন ট্রাফিক গার্ড ওই পরীক্ষার্থীকে নিয়ে নিজের ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে দ্রুত যান শীলবাড়ি হাটের উদ্দেশে। হাতে একদম সময় কম, তার ওপর সোনালি চতুর্ভুজের কাজ চলার কারণ রাস্তার অবস্থাও খুব খারাপ। কিন্তু তাতে দমে না গিয়ে ট্রাফিক আইন বাঁচিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে ওই যুবককে পৌঁছে দেন পরীক্ষাকেন্দ্রে। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক ওসি মঞ্জয় দত্ত জানান, আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। তবে ভেবে ভাল লাগছে যে ছেলেটি ঠিক সময়ে পৌঁছে পরীক্ষা দিতে পেরেছে।

ডবল ইঞ্জিন রাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা বাংলায় কেন? বিজেপির মুখোশ খুললেন পরীক্ষার্থীরা

সন্দীপ কুমার
এলাহাবাদ

■ চাকরি নেই উত্তরপ্রদেশে। গত পাঁচবছর ধরে সরকারি চাকরির পরীক্ষাই হয় না। শুধুই নোটিশ বেরয়। আবেদন জমা হয়। কিন্তু চাকরির কোনও খবর নেই। নিয়োগ নেই। তাই বাংলায় এসেছি। যদি এখানে কিছু হয়।

বন্দনা প্যাটেল
জৈনপুর

■ বাংলায় শিক্ষকের নিয়োগের পরীক্ষায় আবেদন করেছিলাম। এখানকার নিয়োগ ব্যবস্থা অন্য রাজ্যের থেকে আলাদা। এখানে চাকরি পাওয়ার আশা আছে। আমাদের রাজ্যে তো পরীক্ষাই হয় না।

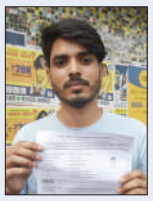

আবদুল কাদের
গোণ্ডা

■ উত্তরপ্রদেশে ২০১৯ সালে শেষবার সরকারি পদে নিয়োগ হয়েছিল। তারপর থেকে সব বন্ধ। বারবার বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও নিয়োগ হয় না। যোগীরাজ্যে বিজেপির শুধু মুখে বড় বড় কথা, কাজের বেলায় নেই।

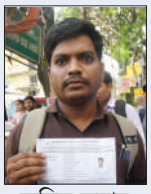

অমিত কুমার
এলাহাবাদ

■ যোগীর সরকার নির্লজ্জ। দিনের পর দিন সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ। শুধু ভোটের সময় এসে সান্ত্বনা দেয়। তাই বাংলায় এসেছি। এখানে তৃণমূল সরকারের ব্যবস্থা সত্যিই ভাল। আশা আছে, এখানে চাকরি পাব।

মুকেশ কুমার
প্রয়াগরাজ

■ প্রয়াগরাজ থেকে এসেছি অনেক কষ্ট করে। আমাদের যোগীরাজ্যে সরকার অকর্মার ঢেঁকি। বছরের বছর নিয়োগ হয় না। ৩০-৪০ লক্ষ ছেলেমেয়ে বেকার। একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশ।

মুসকান
বেগুসরাই

■ বিহারের বেগুসরাই থেকে এসেছি। আমাদের রাজ্যে নিয়োগ তো দূরের কথা, পরীক্ষার জন্য কোনও সুষ্ঠু ব্যবস্থাই নেই। বিজেপি সরকার আসার পর রাজ্যটা আরও উচ্ছন্নে গিয়েছে। তাই বাংলায় এসেছি, যদি কিছু হয়।

পূজা যাদব
এলাহাবাদ

■ বাংলায় শুনেছিলাম পরীক্ষা হচ্ছে। আবেদন করেছি, পরীক্ষা দিতে এসেছি। উত্তরপ্রদেশে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের কোনও আশা নেই। তাই অন্যান্য রাজ্যে যেখানেই পরীক্ষা হচ্ছে, দিচ্ছি। যদি কোথাও কিছু হয়।

খুশি সিং
জয়পুর

■ রাজস্থান থেকে এসেছি। সেখানে সরকারি চাকরির অবস্থা খুব খারাপ। পরীক্ষার ব্যবস্থাপনাই ঠিক নেই। এখানে স্বচ্ছ নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় না। সেটাই বড় কথা।

মহম্মদ কামরান
ভোজপুর

■ আপাতত ভোটের জন্য বিহারে সব পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গিয়েছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা করেছি। বাংলা ভাষা আমি বলতে পারি না। তাই হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে ইতিহাসের জন্য চেষ্টা করছি।

দীনেশ বিশ্বকর্মা
জৈনপুর

■ উত্তরপ্রদেশে চাকরি নেই। লক্ষ লক্ষ যুবক দিনের পর দিন বেকার। আমার নিজেরও কোভিডের পর থেকে কাজ নেই। তাই সরকারি চাকরির চেষ্টা করছি। বাংলায় অনেকদিন পর পরীক্ষা হচ্ছে। তাই এখানেও চেষ্টা করছি।

রমেশ কুমার
পাটনা

■ ১০ বছর ধরে সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু পরীক্ষা হলে তো চাকরি পাব। আমাদের রাজ্যের সরকার সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না। আর কতদিন এভাবে চলবে?

সুস্মিতা প্রধান
আগরপাড়া

■ ত্রিপুরায় সরকার শুধুই দেখনদারির সরকার। সরকারি পদে নিয়োগের পরীক্ষা হলেও বারবার নিয়োগ পিছিয়ে যায়। বাংলায় শুনেছি পরীক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে নিয়োগ অনেক স্বচ্ছ। প্রথমবার এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছি।

বিশ্বমঞ্চে ফের বাংলার জয়, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালক অনুপর্ণা

প্রতিবেদন: ফের বিশ্বমঞ্চে বাংলা তথা বাঙালির জয়জয়কার। ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ফের উড়ল তেরঙ্গা। সৌজন্যে বাংলা। শনিবার শেষ হল বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র উৎসব। তবে ২০২৫-এর মঞ্চ ভারতীয় বা বাংলার সিনেপ্রেমীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলেন বাংলার পরিচালক অনুপর্ণা রায়। তাঁর প্রথম ছবি 'সংস অফ ফরগটেন ট্রিজ'-এর জন্য 'অরিজ়োন্তি' বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেলেন তিনি। তিনিই প্রথম ভারতীয় পরিচালক, যাঁর মুকুটে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের পালক উঠল। ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডকরনো পুরস্কার তুলে দেন অনুপূর্ণার হাতে। সাদা শাড়িতে মঞ্চে ওঠেন পুরুলিয়ার মেয়ে অনুপর্ণা। পুরস্কার হাতে ছলছল চোখে তিনি বলেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত জয় নয়, নিঃশব্দে লড়াই করা সব নারীর প্রতি এই ছবি ও পুরস্কার তাঁর শ্রদ্ধা। অনুপূর্ণার এই ছবিতে অভিনয় করেছেন নাজ শেখ ও সুমি বাঘেল। বিভাংশু রায়, রোমিল মোদি এবং যঞ্জন সিং প্রযোজকের দায়িত্বে ছিলেন। এই ছবির প্রেজেন্টার ছিলেন পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

8 September, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

অসাধারণ

বিরাট এক কর্মযজ্ঞ। ৩ লক্ষ ২০ হাজার পরীক্ষার্থী। তার সঙ্গে তাঁদের পরিবারের লোকজন। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ। বাংলার ৬৩৬ কেন্দ্রে পরীক্ষা দিলেন। নির্বিঘ্নে। কোথাও এতটুকু কোনও গন্ডগোল নেই। পুলিশ-প্রশাসন এক কথায় অনবদ্য। আগে থেকেই স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সতর্ক করেছেন নিয়মাবলি নিয়ে। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, অন্যথা হলে পরীক্ষা বাতিল হবে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী সেই আইন মেনে পরীক্ষা দিয়েছেন। অনেকে অসুস্থ হয়েছেন। কেউ ভুল পরীক্ষাকেন্দ্রে চলে গিয়েছেন। কেউ সদ্যোজাতকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছেন। সব ব্যবস্থা প্রশাসন করেছে। ভাবা যায়, ভুল কেন্দ্রে চলে যাওয়া পরীক্ষার্থীকে গাড়িতে চাপিয়ে ২৫ কিমি পাড়ি দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছে পুলিশ। শীর্ষকর্তারা প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে ঘুরেছেন। প্রতি কেন্দ্র স্কুল-কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সজাগ ছিলেন। বাংলা নিয়ে যাঁরা সকাল-বিকেল শুধু বদনাম করতে ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা জবাব পেয়ে গিয়েছেন। তাঁদের জন্য রইল করুণা। বিগত কয়েকদিন ধরে বিরোধী দলনেতা চেষ্টা করেছেন নানা চক্রান্ত করে প্রশ্নফাঁসের মিথ্যাচারের খবর রটাতে। শুধু ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, বিজেপির চক্রান্তকারী ধরাও পড়েছে। এবং পুলিশের মহত্ত্ব এখানেই যে, সেই বন্দি পরীক্ষার্থীকেও সব নিয়ম মেনে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছে, ফেরতও এনেছে। এটাই বাংলার প্রশাসন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু এই পরীক্ষা আর একটি সত্য হাজির করেছে। ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা জানালেন, বিজেপি রাজ্যে স্কুল শিক্ষকের চাকরি হয় না। ফর্ম ফিলাপ হয়, পরীক্ষা হয় না। পরীক্ষা হলে ফল বের হয় না। কী দুরবস্থা! রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি সরকারগুলিকে তোপ দেগে তাঁরা বলে গেলেন, চাকরি নিয়ে ছেলেখেলা চলছে বিজেপি রাজ্যগুলিতে। কী উত্তর দেবে বঙ্গ বিজেপি? বাংলার সমালোচনা পরে করবেন। আগে নিজেদের ঘরের দিকে তাকান। সঠিক কথা বলেছেন এসএসসি চেয়ারম্যান। এখনও দ্বিতীয় পর্ব বাকি। এতটুকু শৈথিল্য দেখানোর জায়গা নেই। পরেরটাও এমন নিশ্ছিদ্র করতে হবে। ঠিক কথা। বাংলাবিরোধী চক্রান্তকারীদের মুখে ঝামা ঘষে দেওয়ার পর্বটা এভাবেই শেষ করতে হবে।

e-mail থেকে চিঠি

মোদি-শাহ জবাব দাও

পহেলগাঁওয়ে হামলাকারী জঙ্গি ও তাদের পাকিস্তানি প্রভুদের মাটিয়ে মিশিয়ে দিয়েছি। ‘অপারেশন সিন্দুর’ পাকিস্তানি সন্ত্রাসের কোমর ভেঙে দিয়েছে। দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। অথচ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের সুর স্বয়ং সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীর কণ্ঠে। শুক্রবার দিল্লির মানেকশ সেন্টারে বইপ্রকাশের এক অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান বলেন, ‘অপারেশন সিন্দুরে’র প্রভাব আঞ্চলিকভাবে ঠিক কতটা, তা নিয়ে এখনই হলফ করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু কেন এই উপলব্ধি? রাখঢাক না করে জেনারেল দ্বিবেদীর প্রশ্ন, ‘রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট (পাকিস্তানের) সন্ত্রাসবাদ থেমেছে? আমার তা মনে হয় না। কারণ, জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অনুপ্রবেশের চেষ্টা এখনও চলছে। কতজন জঙ্গিকে আমরা খতম করেছি, আর কতজন পালিয়েছে— সংবাদমাধ্যমে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই খবর হয়েছে।’ সেনাপ্রধান জেনারেল দ্বিবেদী। সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা নিয়ে সেই অনুষ্ঠানে উদ্বেগ প্রকাশের সঙ্গেই ‘অপারেশন সিন্দুর’ নিয়েও চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন তিনি। সেনাপ্রধান বলেন, ‘আপনারা হয়তো ভাবছেন ১০ মে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল। না, থামেনি। কারণ, তার পরও দীর্ঘ সময় তা জারি ছিল। বহু সিদ্ধান্ত নেওয়া এখনও বাকি। সেগুলি কী, তা এখানে বলাটা আমার পক্ষে কঠিন।’ উল্লেখ্য, ৭ মে অপারেশন সিন্দুরে পাক ভূখণ্ডে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। পরে তা দু’দেশের সংঘাতে গড়ায়। ১০ মে ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই সেনা প্রধানের মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই তিন বাহিনীর সংযুক্তিকরণ হবে। একমাত্র দেখার, সেটা কতদিনে বাস্তবায়িত হয়। — **ইন্দ্রনীল আঢ্য, বর্ধমান**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বাংলা এক অপরাজেয় দ্রোহের নাম

রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই লিখে গেছেন : 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—/তুমি কি এমন শক্তিমান!/আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—/তোমাদের এমনি অভিমান।' কিন্তু যারা আজ বাংলার ভাষা, মানুষ, তার কৃষ্টির ওপর ক্রমাগত এই সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে, তারা বোধ হয় ভুলে গেছে, এই বাংলা 'রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ'। দাঙ্গাবাজ বিজেপি বোধ হয় জানে না, এই বাংলা ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ কানাইলালের বাংলা। লিখছেন অধ্যাপক **শ্যামলকুমার দরিপা** ও অধ্যাপক **দীপায়ন দত্ত রায়**

‘আমার ভাষা ষড়যন্ত্রে মরে না।’, লিখেছিলেন তরুণ কবি শাম্ব। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ভাষার কথা এখানে বলা হচ্ছে, তা বাংলা ভাষা। বাংলার এক প্রখ্যাত কবির শব্দ ধার করে বলতে হয়, ‘এ বড়ো সুখের সময় নয়।’ কুচক্রী বিজেপির দৌলতে স্বাধীনতার পর এই প্রথম এতটা নজিরবিহীনভাবে বাংলা ভাষা তথা বাংলার মানুষ এবং সংস্কৃতির ওপর পরিকল্পিত এবং ভয়াবহ অবজ্ঞা এবং আক্রমণের এই দুর্দিন নেমে এসেছে। এর কারণ বোঝা অবশ্য কঠিন নয়। সারা দেশে হিন্দুত্ববাদের ধুয়ো দিয়ে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরি করে, ‘বিকাশ’-এর নামে ‘জয় শ্রী রাম’-এর নাড়া বেঁধে মিথ্যার ফানুস ওড়ানো সম্ভব হলেও বাংলার প্রহরী, জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে বিজেপির কোনও মিথ্যাচার, কোনও ষড়যন্ত্রই টিকতে পারেনি। আর এই কারণেই বিফল মনোরথ বিজেপি তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রের আয়ুধ নিঃশেষ করে ফেলার পর বাংলাকে তছনছ করার শেষ উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে বাংলা ভাষা ও বাংলার অস্মিতার ওপর আক্রমণ। আর তাই রাজ্যে-রাজ্যে বাঙালিদের ‘বাংলাদেশি’ দাগিয়ে দেওয়া, অকথ্য অত্যাচার, ডিটেনশন ক্যাম্প। কিন্তু, অত্যাচারও যে এত নিস্ফল প্রহসন হয়ে উঠতে পারে, তা অমিত মালব্যদের না দেখলে জানা যেত না।

স্বাধীনতার আটাত্তর বছর পরে বিজেপির থেকে জানতে হবে, বাংলা না কি আদৌ কোনও ভাষা নয়! তাহলে রবি ঠাকুর কোন ভাষায় লিখলেন সারাজীবন? এশিয়ার প্রথম নোবেল কোন ভাষায় এসেছিল? আরএসএসের ‘প্রিয়’ স্বামী বিবেকানন্দও কি তাহলে বাঙালি ছিলেন না? কাজী নজরুল ইসলাম কোন ভাষায় লিখে ব্রিটিশদের পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দিয়েছিলেন? শরৎচন্দ্র, যাঁর লেখা পড়ে মুনশি প্রেমচাঁদ বলেছিলেন ‘শ্রেষ্ঠ কথক’, তিনিই বা কোন ভাষায় লিখতেন? বাংলা বলে ভারতবর্ষে যদি কোনো ভাষাই না থাকে তাহলে ইউনেস্কোও কি ভুল বলল? এত কোটি মানুষের একটা ভূখণ্ড— তা কি এই একটা অর্বাচীন অস্বীকারের উচ্চারণেই মুছে যাবে?

রবীন্দ্রনাথ সেই কবেই লিখে গেছেন : ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—/তুমি কি এমন শক্তিমান!/আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান—/তোমাদের এমনি অভিমান।’ কিন্তু যারা আজ বাংলার ভাষা, মানুষ, তার কৃষ্টির ওপর ক্রমাগত এই সন্ত্রাস সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে, তারা বোধ হয় ভুলে গেছে, এই বাংলা ‘রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, বীর সুভাষের মহান দেশ'। দাঙ্গাবাজ বিজেপি বোধ হয় জানে না, এই বাংলা ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়-বাদল-দীনেশ কানাইলালের বাংলা। এই বাংলার শহিদ সন্তানদের রক্ত দিয়ে কেনা এই গোটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, আর সংসদে দাঁড়িয়ে যে সংবিধানের অবমাননা বিজেপি প্রতিদিন করে, তার নকশাও একজন বঙ্গসন্তানেরই করা। ইতিহাস সাক্ষী, বাংলা কোনওদিনই জাতপাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে-মানুষে বিভাজন করেনি, আজও করে না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরামরা আজ সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও, তাঁদের কণ্ঠ আজও স্তব্ধ হয়নি। তাঁদের স্বর গোটা দেশের কাছে, বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে পেরেছেন মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভ্যাটিকান থেকে মাদ্রিদ, আসমুদ্রহিমাচল তাই তো জানে, এ-বাংলা ‘বিশ্ব বাংলা’।

বিজেপি কি জানে বাংলার অস্মিতা কী? বাঙালি মনে করলে ঠিক কী করতে পারে, আর কী পারে না, তার কোনও ধারণাও নেই তাদের। সংবিধানকে দুমড়ে-মুচড়ে শুধুমাত্র ভোটবাক্সের রাজনীতি করা বিজেপির ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নতুন নয়। কিন্তু বারংবার ভোটের আগে বাংলায় ছুটে এসে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিজেপির শেষ কামড় ভাষা সন্ত্রাসের এই অবাচীন চেষ্টা। কিন্তু শুধু অবাচীন ভাবলে কম হবে। বাংলাকে নিয়ে আদ্যোপান্ত মিথ্যে কতগুলো ন্যারেটিভ ছড়ানোর জন্য সিনেমা থেকে সংবাদমাধ্যম, কোথাওই কোনও ফাঁক রাখেনি। বেঙ্গল ফাইলস তাদের সেই অসহনীয় মিথ্যাচারের তালিকায় নবতম সংযোজন।

আসলে বিজেপি বহুদিন ধরেই বাংলাকে দখল করার চেষ্টা করছে। বাংলাকে কবজা করতে পারলেই গোটা দেশটাকে পুরোপুরি রসাতলে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। আর তাই তাদের নিত্যনতুন ফন্দি। আর ঠিক এই কারণেই বিজেপি কোনও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির চেয়ে কম ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু বাংলা আগেও হার মানেনি, এখনও মানবে না। যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে কখনও দমানো যাবে না। বাংলা তাই আজ বলছে : ‘হা হা হা পায় যে হাসি,/ভগবান পরবে ফাঁসি,/সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে।’ বাংলা বাঁচার জন্য মরতে জানে, জানে মারতেও, সে জানে ‘মৃত্যুকে ডাকতে জীবনপানে।’ ইতিহাস জানে, মিথ্যে দিয়ে, অর্থহীন অসত্য দিয়ে বাংলাকে কখনও জেতা যায় না। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জননেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, ‘বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচগ্র মেদিনী’। তিনি বলেছেন, ‘গলা কেটে ফেললেও বাংলা ভাষায় কথা বলে যাব।’ এটাই বাংলা। প্রাণপণে লড়াইয়ের মাটি এই বাংলা। আর বাংলা সেই ভাষা যার জন্য প্রাণ দিয়েছিল একদল মানুষ। সেই ভাষা আজ আরও একবার সংকটের মুখোমুখি। বুক চিতিয়ে আমাদের লড়ে প্রতিহত করতে হবে বাংলার শত্রুকে, বাংলা ভাষার শত্রুকে। ভয় কী? আমাদের লড়াইয়ে সমস্ত ক্ষত বুক পেতে নিচ্ছেন আমাদের কান্ডারি, আমাদের নেত্রী স্বয়ংসিদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষার ওপর সমস্ত আঘাত মুছিয়ে দেওয়া তাঁর স্নেহের আঁচলে নিশ্চয়ই আবার উদিত হবে : ‘জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ।’ (‘পূর্ণ অভিনন্দন’, ভাঙার গান)। ততদিন ‘সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম!’

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধুকে বার্তা পাঠিয়ে আত্মহনন তরুণীর। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েও শেষরক্ষা হল না। ঘর থেকে উদ্ধার হল তরুণীর ঝুলন্ত দেহ। শনিবার রাতে বাঁশদ্রোণী এলাকার ঘটনা। তদন্তে পুলিশ

ধৃত অরিন্দমের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করল মানবিক প্রশাসন

প্রতিবেদন : এসএসসি নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে গুজব রটিয়েছিলেন অরিন্দম পাল নামে এক ব্যক্তি। তবে শেষরক্ষা হয়নি। কর্মকাণ্ডের জন্য পুলিশি হেফাজতে রয়েছেন তিনি। যদিও এর পরেও মানবিক রাজ্য প্রশাসন। এই অরিন্দমকেই দেখা গেল রবিবার এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী হিসেবে। ভুয়ো খবর ছড়ানোর অপরাধে তাকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। রবিবার পুলিশি পাহারায় পরীক্ষা দিতে এলেন তিনি।

■ ধৃত অরিন্দম পালকে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রবিবার।

১৪ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মিলবে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র। এমনই প্রস্তাব নাকি এসেছিল অরিন্দম পাল নামে জনৈক ব্যক্তির কাছে। আর সেই বিষয়টি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কথা জানিয়ে রাজ্যকে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিলেন অরিন্দম। তবে তার পুরো অভিসন্ধি ধরা পড়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখার পরেই পদক্ষেপ করে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, মুর্শিদাবাদ বা অন্য কোনও জায়গা থেকে তাঁর কাছে ফোন আসেনি। গুজব রটানোর জন্য এ-কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন তিনি। এছাড়াও দেখা যায় বিজেপির সক্রিয় কর্মী তিনি। গদ্দারের ঘনিষ্ঠ তিনি। শনিবার তাঁকে তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিল ঘাটাল মহকুমা আদালত। এদিকে অরিন্দম নিজেও একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী। ঘাটালের রথীপুর বাণী বিদ্যাপীঠে তাঁর পরীক্ষাকেন্দ্র। পুলিশি পাহারায় এদিন পরীক্ষা দিয়ে আবার জেলে ফিরে যান তিনি।

একরত্তি শিশু কোলে পরীক্ষা দিলেন মাসুদা

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্যে জুড়ে রবিবার হয়ে গেল স্কুল সার্ভিস কমিশন পরিচালিত নবম-দশমের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাতে ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম প্রণব বিদ্যাপীঠ স্কুলে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ছবি। একরত্তি শিশুকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা দিতে কেন্দ্রে পৌঁছে গেলেন মা। পরীক্ষার্থীর নাম মাসুদা খাতুন। বাড়ি ডায়মন্ড হারবার লোকসভার চাঁদনগর বসন্তপুর এলাকায়। নিজের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে অদম্য ইচ্ছা নিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় বসলেন মা মাসুদা। কিছুদিন আগেই মা হয়েছেন। হয়েছে সিজার। শারীরিকভাবে এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। কোলে সন্তান। তবু মনের জোরে চলে এসেছেন পরীক্ষা দিতে। হয়েছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় হতেই একরত্তিকে পরিবারের এক সদস্যের হাতে তুলে দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করলেন। মাসুদা বলছেন, স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হওয়ার। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনাও তেমন ভাবেই করেছি। তিনদিন আগে আমার সিজার হয়েছে। পরিবারের সকলেই আমার পাশে রয়েছে। নবাগত সন্তানের মুখ চেয়েই আমি এই পরীক্ষায় বসতে চলেছি।

■ উত্তর দমদম পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে কাদিহাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তদান, স্বাস্থ্যতীর্থ, কৃতী সংবর্ধনায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

■ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান ও কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা। রবিবার বারাসত পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পালের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, অশনি মুখোপাধ্যায়, সুনীল মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ নাগচৌধুরি, দেবাশিস মিত্র, নতুন ভৌমিক-সহ অন্যরা।

আজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক

প্রতিবেদন : চলতি বছর থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে সেমিস্টার নিয়মে। প্রথম দুটি সেমিস্টার হবে একাদশ শ্রেণিতে এবং পরের দুটি হবে দ্বাদশ শ্রেণিতে। আর সেগুলোই গণ্য হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হিসেবে। সেই মতোই আজ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য তৃতীয় সেমিস্টার। চলবে ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই বছর তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষায় বসবেন ৬ লক্ষ ৬০ হাজার জন। ক্যালকুলেটর বা বৈদ্যুতিন যন্ত্র ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা। সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। পরীক্ষার পর নির্ধারিত সময়ে ওএমআর শিট এবং আনসার কি প্রকাশ করা হবে সংসদের ওয়েবসাইটে।

পরীক্ষার দিলেন মা, শিশুকে যত্নে আগলে রাখল প্রশাসন

সংবাদদাতা, হুগলি : মায়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে ভেতরে। আর শিশুরা কষ্ট পাচ্ছিল বাইরে রোদে। এই দেখে মানবিক হুগলি জেলা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। শিশুদের ডিআই অফিসে বসার ব্যবস্থা করেদেন। ডিআই সত্যজিৎ মণ্ডল তাঁর এসি চেম্বারে শিশুদের থাকার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে ঘুটিয়া বাজার বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে পরীক্ষার্থী মায়ের ছোট্ট সন্তানের দেখভাল করলেন এক মহিলা পুলিশকর্মী। ধনিয়াখালি থেকে এক পরীক্ষার্থী মা তাঁর ছোট পুত্রসন্তানকে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছান। পরীক্ষার সময় সন্তানের দেখভাল করার মতো আর কেউ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসেন পরীক্ষাকেন্দ্রে কর্তব্যরত এক মহিলা পুলিশকর্মী। মায়ের পরীক্ষা চলাকালীন ওই মহিলা পুলিশকর্মী শিশুটিকে নিজের স্নেহে আগলে রাখেন। তাকে কোলে নিয়ে খেলা করা থেকে শুরু করে তার যত্ন করা দেড় ঘণ্টা যাবৎ শিশুটির সব দায়িত্বই এক মায়ের মতো করে পালন করেন ওই মহিলা পুলিশকর্মী।

■ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ভেবিয়া আঞ্চলিক ই-রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শনিবার। উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র নবনিযুক্ত সভাপতি এটিএম আবদুল্লা রনি-সহ অন্যরা।

■ রবিবার লায়ন্স ক্লাব অফ শ্রীরামপুরের উদ্যোগে মাহেশ বোসপাড়া ফায়ার ব্রিগেডের সামনে বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিনের উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়। ছিলেন সন্তোষকুমার সিং, গৌরমোহন দে, পিন্টু নাগ, তিয়াসা মুখোপাধ্যায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, অসীম পণ্ডিত-সহ অন্যারা।

■ 'দেবী চৌধুরানি'র প্রচারে উত্তর কলকাতার বাগবাজার ও হাতিবাগানে ছবির প্রধান কুশীলবরা। রয়েছেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। রবিবার।

শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, চোখ রাঙাচ্ছে হ্যারিকেন 'কিকো'

প্রতিবেদন: রাজ্য থেকে নিম্নচাপ বিদায় নিয়েছে। তবে এরই মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তি বাড়াচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। হ্যারিকেন 'কিকো'র সতর্কতা জারি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তা শক্তি বাড়িয়ে ক্যাটেগরি ৪-এর ভয়ঙ্কর ঝড়ে পরিণত হবে বলেই আশঙ্কা। হাওয়া অফিস বলছে, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন এলাকায় ৫৫-৬৫ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় হবে। উত্তাল হবে সমুদ্র। বাংলা ও ওড়িশার উপকূলের মৎস্যজীবীদের সাগরে যেতে বারণ করা হয়েছে। দেশজুড়ে ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগের আশঙ্কা মৌসম ভবনের।

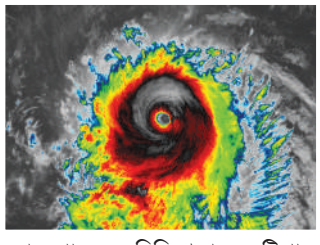

দক্ষিণের জেলায় প্রচুর পরিমাণে ঢুকছে জলীয় বাষ্প। এরফলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত চলতে থাকবে। আজকের পর আবার বৃষ্টি খানিকটা বাড়বে। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে ফের ভারী বর্ষণ হতে পারে। উত্তরে বড় কোনও দুর্যোগের আশঙ্কা আপাতত নেই। উপরের পাঁচ জেলায় আজ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে।

■ হাওড়ার মাকড়দহর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন টিএমসিপি'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তুফান ঘোষ। ছিলেন এলাকার টিএমসিপি ও যুব তৃণমূল কর্মীরা।

রাজ্য
8 September, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ডোরিনা ক্রসিংয়ে ধরনায় পিএইচএ'র নেতৃত্ব

সুনীলের জন্মদিনে ছোটদের পুজো-উপহার ভাষানগরের

■ ভাষানগর-এর উদ্যোগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উদযাপন। ছিলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুবোধ সরকার, সুরেশ ঋতুপর্ণ। সংস্থার তরফে শিশুদের দেওয়া হল পুজো-উপহার। রবিবার বাংলা আকাদেমিতে।

প্রতিবেদন : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সাংবাদিক, কলামিস্ট, শিশুসাহিত্যিক হিসাবে উপহার দিয়েছেন অজস্র স্মরণীয় রচনা। সম্পাদনা করেছেন 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। জীবনানন্দ-পরবর্তী পর্যায়ের অন্যতম প্রধান এই কবি একই সঙ্গে ছিলেন আধুনিক এবং রোমান্টিক। লিখেছেন 'নীললোহিত', ''সনাতন পাঠক', 'নীল উপাধ্যায়' ছদ্মনামে। তাঁর কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে বেশকিছু সিনেমা। পেয়েছেন বহু উল্লেখযোগ্য পুরস্কার ও সম্মাননা।

রবিবার, ৭ সেপ্টেম্বর ছিল তাঁর ৯১তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ভাষানগর পত্রিকা। ছিলেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কবি সুরেশ ঋতুপর্ণ, সুনীল-জায়া স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়, ভাষানগর-সম্পাদক কবি সুবোধ সরকার প্রমুখ।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন সুনীলের দানশীলতা, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে উঠে দাঁড়ানো, লেখালিখির কথা। সেইসঙ্গে উজাড় করেন টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত স্মৃতি। মজার ঘটনা। বলেন, সুনীল পেয়েছিলেন মানুষের ভালোবাসা। বন্ধু হিসেবে আমিও তাঁকে ভালবাসতাম। শ্রদ্ধা করতাম।

অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় গান। কবিতা শোনান নবীন-প্রবীণ কবিরা। আবৃত্তি শোনান ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুজো এলেই নতুন জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। যেতেন বাংলার বিভিন্ন গ্রামে। উপহার দিতেন ছোটদের। তাঁর জন্মদিনের এই অনুষ্ঠানে ভাষানগরের পক্ষ থেকে হাওড়ার আমতার ধাড়াপাড়া, বন্দরপাড়ার ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুজো-উপহার। নতুন পোশাক। মিষ্টি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, প্রেক্ষাগৃহ ছিল পূর্ণ। সবাইকে ধন্যবাদ জানান কবি সুবোধ সরকার

বেপরোয়া বাইকের দৌরাত্ম্য বারুইপুরে মৃত্যু পথচারীর

সংবাদদাতা, বারুইপুর : বারুইপুরে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পথচারীর। ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করেছে বারুইপুর থানা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ঘাতক গাড়িটিকে। বারুইপুর থানার বিশালক্ষ্মীতলার ঘটনা। জানা গিয়েছে, বছর পঞ্চাশের জয়ন্ত মণ্ডলকে আচমকা পিছন থেকে বেপরোয়া গতিতে একটি রেসিং বাইক এসে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই পড়ে যান তিনি। গুরুতর জখম হন। বেগতিক দেখে বাইক নিয়ে পালাতে যায় বাইকচালক। তখনই স্থানীয়রা ওই বাইকচালককে ধরে ফেলে। পুলিশ পৌঁছালে ঘাতক বাইক-সহ বাইকচালককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় জয়ন্ত মণ্ডলকে উদ্ধার করে এলাকাবাসীরা বারুইপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হারানো মোবাইল ফিরিয়ে দিল পুলিশ, খুশি গ্রাহকরা

সংবাদদাতা, বসিরহাট : পুজোর আগে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন ফিরে পেলেন মালিকরা। বসিরহাটের ন্যাজাট থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে বিগত দু-মাসে একাধিক মোবাইল ফোন গ্রাহকদের কাছ থেকে হারিয়ে যায়। প্রায় দুই মাস ধরে সেই হারিয়ে যাওয়া মোবাইলের অভিযোগ জমা পড়ে ন্যাজাট থানায়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে ন্যাজাট থানা। তদন্তে নেমে সন্দেশখালি, মিনাখাঁ-সহ কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকী ভিনরাজ্য থেকেও উদ্ধার হয় ২২টি মোবাইল ফোন। মঠবাড়ি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে পুজোর কো-অর্ডিনেশন মিটিংয়ের সময় উপযুক্ত নথিপত্র দেখে মোবাইলগুলি তাদের মালিকদের হাতে তুলে দেন মিনাখাঁর এসডিপিও কৌশিক বসাক, সিআই হাড়োয়া প্রশান্ত দত্ত ও ন্যাজাট থানার ওসি ভরত প্রসূণ পুরকাইতরা।

জয়নগরে বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ

প্রতিবেদন : বিজেপি-সহ অন্য বিরোধী দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রায় হাজারখানেক কর্মী-সমর্থক যোগদান করলেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। যোগদানকারী মধ্যে রয়েছেন জয়নগরের মায়াহাউড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য পার্থসারথি গায়েন, বর্তমান নির্দল সদস্য রাখি গায়েন, সিপিএমের মনিরুল মাস্টাররা। এছাড়া বিজেপির মহাপ্রভু ক্লাবের সমস্ত সদস্য এদিন বিধায়ক হাত ধরে যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে। যোগদান বিষয়ে বিজেপিকে তুলোধোনা করে বিশ্বনাথ দাস বলেন, আগে এই গ্রাম পঞ্চায়েত ১০ বছর বিজেপির দখলে ছিল। কোনও উন্নয়ন করতে পারেনি বিজেপির প্রধান-সদস্যরা। পানীয় জল, জল নিকাশি, রাস্তা তৈরিতে কাটমানির অভিযোগ করে আজ দলে দলে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করছে। তিনি বলেন, ধর্মীয় জুজু দেখিয়ে ভোটে জেতার পরিকল্পনা মানুষ ব্যর্থ করবে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে।

■ বাংলা ভাষার অপমানের বিরুদ্ধে ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ ও ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তাপস মাইতি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশি তকমা দিয়ে শিলিগুড়ির বেসরকারি সংস্থার এইচআর-কে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হল। এমনকি তাকে মারধোরেরও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ।

মালদা সাংগঠনিক জেলা

ব্লক	মাদার	যুব	মহিলা	আইএনটিটিইউসি
হরিশ্চন্দ্রপুর ২	তাবারক হোসেন মুহাম্মদ জাহাঙ্গির আলম (সেলিম) (সহসভাপতি)	মুহাম্মদ মনিরুল আলম মনতোষ ঘোষ (সহসভাপতি)	অণিমা প্রামাণিক	সেতাবুর রহমান
হরিশ্চন্দ্রপুর ১এ	মুশারফ হোসেন	বিজয় দাস	মোখতারা খাতুন	সাহেব দাস
গাজোল	রাজকুমার সরকার প্রসূন রায়, সনাতন টুডু ও কৃষ্ণ সিংহ (সহসভাপতি)	সুরজিৎ সাহা	মিনু সাহা	সিরাজুল ইসলাম
হরিশ্চন্দ্রপুর ১বি	মর্জিনা খাতুন সন্তোষ চৌধুরি (সহসভাপতি)	খান সাহেব সোমনাথ মিত্র (সহসভাপতি)	সুজাতা সাহা দাস	আব্বাস আলি সিরাজুল ইসলাম (সহসভাপতি)
চাঁচল ১	সেখ আফসার আলি সামিউল ইসলাম (সহসভাপতি)	মুহাম্মদ ফিরদৌস ইসলাম	শ্রাবণী চৌধুরি দাস	অনিমেষ পাণ্ডে রামকৃষ্ণ গোস্বামী (সহসভাপতি)
হবিবপুর	স্বপন সরকার	স্বপন মিঠুন মণ্ডল মিঠুন সোরেন (সহসভাপতি)	শ্যামলী ভৌমিক উরসুলা সোরেন (সহসভাপতি)	বিদ্যুৎ গাঙ্গুলি মনজিৎ ভগত
বামনগোলা	দিজোবার জয়ধর	সুজয় সাহা অনিতা হাঁসদা (সহসভাপতি)	আন্না রায়	সুজনকুমার শীল টিঙ্কু কুণ্ডু (সহসভাপতি)
রতুয়া ১	অজয়কুমার সিনহা মোশাররফ হোসেন (সহসভাপতি)	নাসিম লাল আখতার সনৎ ঘোষ (সহসভাপতি)	রুকসানা পারভিন	সেখ আবু সোয়েব
রতুয়া ২বি	মনসুর রহমান	সেখ সাহাজাহান	রেজিনা বেগম	রফিকুল আলম
রতুয়া ২এ	নাইমুদ্দিন	ওয়াসিম আক্রম	মৌসুমী বিবি	সুব্রত কর্মকার
চাঁচল ২	আবু কালাম আজাদ	জয়দেব ঘোষ	নিলুফা খাতুন	মুহাম্মদ মুসলিমউদ্দিন
মানিকচক	মুহাম্মদ মাহাফুজুর রহমান ইমরান হাসান (সহসভাপতি)	সহিদুল হক দীপ আচার্য (সহসভাপতি)	রানি মণ্ডল	উত্তমকুমার ঝা
কালিয়াচক ২	হাসিমউদ্দিন আহমেদ শুভদীপ চৌধুরি ও ইফতিকার আহমেদ (সহসভাপতি)	তহিদুর রহমান	মধুমিতা সিংহরায়	ফারুক আবদুল্লাহ
কালিয়াচক ১	মুহাম্মদ সরিফুল সেখ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান মিঞা (সামিম) (সহসভাপতি)	তৌসিফ আহমেদ	দিলরুবা খাতুন	হায়দার আলি মোমিন
কালিয়াচক ৩	মাসিদুর রহমান হজরত সেখ (সহসভাপতি)	সহদেব মণ্ডল	ঝুমা মণ্ডল	মুহাম্মদ সামায়ুন রাজা দ্বিজেন মণ্ডল (সহসভাপতি)
ওল্ড মালদা	সুদীপ্ত রায় উত্তম রাজবংশী (সহসভাপতি)	কমল ঘোষ নব বর্মন (সহসভাপতি)	ফাল্গুনি চৌধুরি	দিলীপ সাহা মানজারুল হক (সহসভাপতি)
ওল্ড মালদা টাউন	বিভূতি ভূষণ শ্যাম মণ্ডল ও শত্রুঘ্ন সিনহা (সহসভাপতি)	অর্জুন ঘোষ	অনসূয়া দাস মণ্ডল	গণেশ কর (বাপ্পা) অভিজিৎ পাণ্ডে (পীযূষ) (সহসভাপতি)
ইংলিশবাজার	পরে ঘোষণা হবে	আরমান সেখ জগন্নাথ বসাক ও সঞ্জয় কুমার দাস (সহসভাপতি)	আইরিন পারভিন	কৌশিক ঝা প্রবীর সিংহ (সহসভাপতি)
ইংলিশবাজার টাউন	শুভদীপ সান্যাল সুজিত সাহা (সহসভাপতি)	শুভ্রাংশু দাস	মনীষা সাহা অর্পিতা চ্যাটার্জি (সহসভাপতি)	অম্বরীশ চৌধুরি জয়ন্ত বোস (সহসভাপতি)

জেলা কমিটির সংযোজিত তালিকা

মাদার » সহসভাপতি : প্রসূন ব্যানার্জি, সামসুল হক, আশিস সিনহা। **সাধারণ সম্পাদক :** জহিরউদ্দিন বাবর, রবিউল ইসলাম, অশোক সরকার, জিয়াউর রহমান, বশিষ্ঠ ত্রিবেদী। **সম্পাদক :** সুবোধ রায়, মুহাম্মদ রকিবুল হক, মুহাম্মদ মাসিদুর রহমান, রবীন দাস

যুব » সাধারণ সম্পাদক : জয়ন্ত দাস, শোভন গাঙ্গুলি। **সম্পাদক :** আফজুদ্দিন আহমেদ, মৃগাঙ্কমোহন রায়

মহিলা » সহসভাপতি : লিলি মুর্মু, কবিতা মণ্ডল, রাহিনা পারভিন। **সাধারণ সম্পাদক :** সুলতানা ইয়াসমিন। **সম্পাদক :** তৃপ্তি সাহা

আইএনটিটিইউসি » সাধারণ সম্পাদক : সেখ দসিরউদ্দিন। **সম্পাদক :** মুহাম্মদ মাসিদুর রহমান

উত্তর দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলা

ব্লক	মাদার	যুব	মহিলা	আইএনটিটিইউসি
ইটাহার	কার্তিকচন্দ্র দাস মুজিবর রহমান, পলাশ রায় ও সুন্দর কিস্কু (সহসভাপতি)	মুজাফ্ফর হোসেন গোপেশ্বর হাঁসদা (সহসভাপতি)	পূজা দাস সাহানাজ বেগম (সহসভাপতি)	মুহাম্মদ মুশা
রায়গঞ্জ ১এ	অনিমেষ দেবনাথ	সুপ্রিয় দাস	অনন্যা মজুমদার যমুনা বর্মন (সহসভাপতি)	শৈলেন রক্ষিত
রায়গঞ্জ টাউন	শিবশঙ্কর রায় অদেশ মাহাত (সহসভাপতি)	চিরঞ্জিত দত্ত	শিল্পী দাস অনতা সিনহা লাল (সহসভাপতি)	তপন দাস অভিজিৎ সাহা (সহসভাপতি)
কালিয়াগঞ্জ	নিতাই বৈশ্য (কনভেনার) লতা দেব সরকার (কো-কনভেনার)	সঞ্জয় বর্মন	পঞ্চমী দাস	গোপাল মাহাত
রায়গঞ্জ ১বি	যতীন্দ্রনাথ বর্মন কল্যাণ দাস (সাধারণ সম্পাদক)	চন্দন শীল	কাজলি দেবশর্মা বর্মন	উজ্জ্বল রায়
কালিয়াগঞ্জ টাউন	সুজিত সরকার	রাজা ঘোষ রতন বিশ্বাস (সহসভাপতি)	শম্পা কুণ্ডু উমা পাল গাঙ্গুলি (সহসভাপতি)	অমিত দেবগুপ্ত
হেমতাবাদ	আসরাফুল আলি	আশিক নওয়াজ সামসুর রহমান (রাজা) (সহসভাপতি)	সুরাইয়া বেগম	সৌরভ আলি অনির্বাণ ঘোষ (সহসভাপতি)
রায়গঞ্জ ২	দীপঙ্কর বর্মন (কনভেনার) তিলক সরকার (কো-কনভেনার)	লোকেশ্বর বর্মন	জাহানারা খাতুন	আব্বাস আলি
গোয়ালপোখর ২	সারাফত আলি মুহাম্মদ আবু তাহের খান ও সুবীরকুমার দাস (সহসভাপতি)	শাহজাদ জাহাঙ্গির সুরেশ পোদ্দার ও কাইজার রাজা (সহসভাপতি)	পিনাকি তপশ্রী চৌধুরি ললিতা কর্মকার (সহসভাপতি)	আব্দুস সামাদ কাদরি
করণদিঘি	সুভাষ সিনহা সেখ সারাফত ও গাজলু হক (সহসভাপতি)	আমান হোসেন চঞ্চল সিংহ ও রাইসেন হাঁসদা (সহসভাপতি)	তাপ্তি দাস রেহানা খাতুন	লিয়াকত আলি অভিজিৎ রায় (সহসভাপতি)
ডালখোলা টাউন	বিক্কি দত্ত নাজির হুসেন ও রামবাবু সাহা (সহসভাপতি) রাকেশ সরকার (সাধারণ সম্পাদক)	অভিজিৎ দে নজরুল ইসলাম (সহসভাপতি)	শাহ বেগম নূপুর বিশ্বাস (সহসভাপতি)	আবদুল হালিম শ্যামল বিশ্বাস (সহসভাপতি)
গোয়ালপোখর ২	আহমেদ রেজা	রাহুল দাস	সাবিনা ইয়াসমিন	ফিরোজ আহমেদ আজাদ
ইসলামপুর	জাকির হোসেন	নুরুল আলম	তনিমা দাস	আতাবুর রহমান
ইসলামপুর টাউন	বাপি পাল চৌধুরি বিক্রম দাস (সহসভাপতি)	সুশান্ত পাল	ভারতি চক্রবর্তী	মানসকুমার দাস (সহসভাপতি)
চোপড়া	প্রীতিরঞ্জন ঘোষ	শ্রীবৎস সিংহ ফতেহ্‌বুল রহমান (সহসভাপতি)	আসমাতারা বেগম মনিকা সিংহ (সহসভাপতি)	সিরাজুল হক

জেলা কমিটির সংযোজিত তালিকা

মাদার » সহসভাপতি : প্রিয়তোষ মুখার্জি। **সাধারণ সম্পাদক :** গঙ্গেশ দে সরকার। **সম্পাদক :** রাজীব সাহা, গোপাল রায় **যুব » সহসভাপতি :** সাহাজান আলি, আনোয়ার আলি **মহিলা » সাধারণ সম্পাদক :** মীনা বর্মন দাস। **সম্পাদক :** রুনা সাহা, রেণু ভারানিয়া **আইএনটিটিইউসি » সহসভাপতি :** সুকান্ত মণ্ডল। **সম্পাদক :** হাসান আলি, আক্রামুল হক

■ গিরিশমঞ্চে মাৎস্যন্যায় নাটক। রয়েছেন কলাকুশলীরা এবং বিদগ্ধ দর্শক। ব্রাত্য বসুর লেখা ও অর্পিতা ঘোষের পরিচালনা। উইলিয়ম শেক্সপিয়রের 'টাইটাস অ্যান্ড্রনিকাস' ও বানভট্টের 'হর্ষচরিত' অবলম্বনে নাটক। অসাধারণ উপস্থাপনা দেখল রবিবারের গিরিশমঞ্চ। এক ক্ষমতাশালী ভারতীয় রাজপরিবারের গল্প। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। একজন আর একজনকে সরিয়ে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছতে চাইছেন। ভায়োলেন্স আর আদিম প্রবৃত্তির মেলবন্ধন। মিনার্ভা নাট্যচর্চা কেন্দ্রের সপ্তম ব্যাচের কলাকুশলীরা অসাধারণ পারফর্ম করলেন। দর্শকাসনে বসে দেখলেন লেখক ব্রাত্য বসু। সঙ্গে কুণাল ঘোষ, সুমন ভট্টাচার্য, প্রচেত গুপ্ত, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অমর মিত্র, সুধাংশুশেখর দে প্রমুখ।

ব্যাঙ্কের ভল্ট থেকে গ্রাহকদের রাখা সোনার গহনা লোপাট। অভিযোগ পেয়ে ওই ব্যাঙ্কের দুই কর্মীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ভবানীপুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ঘটনা

দার্জিলিং সাংগঠনিক জেলা

ব্লক	মাদার	যুব	মহিলা	আইএনটিটিইউসি
ফাঁসিদেওয়া ১	মুহাম্মদ আখতার আলি	জয়ন্ত ঢালি	পূর্ণিমা রায় সিংহ	প্রসেনজিৎ দাস
	মুহাম্মদ বসিরুদ্দিন (সহসভাপতি)	নির্মল রায় সিংহ ও মুহাম্মদ আজাদ আলি (সহসভাপতি)		
ফাঁসিদেওয়া ২	কাজল ঘোষ	শীতম পাল	টুলটুলি সরকার	মুহাম্মদ মাহবুব আলম
	জন কিনডো (সহসভাপতি)	আকাশকুমার নাগাশিয়া (সহসভাপতি)		ক্লেমেন্ট কার্কেট্টা (সহসভাপতি)
খড়িবাড়ি	কিশোরীমোহন সিংহ	রাজেশ সরকার	মনিকা রায়	হাড্ডু ওরাওঁ
	বিপ্লব দে (সহসভাপতি)			প্রদীপ মিশ্র (সহসভাপতি)
মাটিগাড়া ১	অভিজিৎ পাল	জয়নন্দ সরকার	গৌরী দে	বিশ্বজিৎ সরকার
		সুপ্রিয় দাস ও বিবেক ওরাওঁ (সহসভাপতি)		
		অনিমেষ মালাকার (সাধারণ সম্পাদক)		
মাটিগাড়া ২	প্রফুল্ল বর্মন	নির্মলচন্দ্র রায়	কাকলি বালা	জিয়ন ভগত
	জনক সাহা (সহসভাপতি)			প্রদীপ থাপা (সহসভাপতি)
নক্সালবাড়ি ১	প্রবীর রায়	অমিত ঘোষ	পদ্মা রায়	বিজয় গুরুং
	স্বাগতা ঘোষ (সহসভাপতি)			
নক্সালবাড়ি ২	পৃথ্বীশ রায়	নির্মল ঘোষ	সঞ্জনী সুব্বা	লোদিন রায়
	বিরাজ সরকার (সহসভাপতি)			
শিলিগুড়ি টাউন ১এ	সঞ্জয় পাঠক	সর্বেশ্বর ভৌমিক	বিউটি বোস	নরসিং মাহাত
	গোপাল সাহা (সহসভাপতি)			
শিলিগুড়ি টাউন ১বি	প্রদীপকুমার গোয়েল	নির্ণয় সরকার	তানিয়া মিত্র সরকার	ইমতিয়াজ আলি
শিলিগুড়ি টাউন ২এ	দেবপ্রিয় সেনগুপ্ত	প্রমিত দেব	ইন্দ্রাণী গুহ	সুজিত ভৌমিক
	রাজু দাস (সহসভাপতি)			
শিলিগুড়ি টাউন ২বি	সুস্মিতা বসু মিত্র	সম্প্রীতা দাস	ভাস্বতী চক্রবর্তী	সাধন রায় (তাপস)
		কুন্তল ঘোষ (সহসভাপতি)		
শিলিগুড়ি টাউন ৩এ	জয়দীপ নন্দী	বান্টি সরকার (বিজু)	রীতা পাল	সুজয়কুমার সরকার
	তাপস চ্যাটার্জি (সহসভাপতি)	নিহাররঞ্জন দাস (সহসভাপতি)		
শিলিগুড়ি টাউন ৩বি	পরে ঘোষণা হবে	হীরামোহন রায়	নীতা কর	শ্যাম যাদব
		শুভঙ্কর ধর (সহসভাপতি)		

জেলা কমিটির সংযোজিত তালিকা

মাদার » সাধারণ সম্পাদক : মনোজ চক্রবর্তী। **সম্পাদক :** মনমায়া শর্মা। **সদস্য :** সুব্রত ভৌমিক
যুব » সম্পাদক : সাবির সেখ **মহিলা » সম্পাদক :** অণিমা ব্যানার্জি
আইএনটিটিইউসি » সাধারণ সম্পাদক : মুহাম্মদ মাজিদ। **সম্পাদক :** বিষ্ণু তাঁতি

ডাক্তারের মৃত্যু নিয়ে বিজেপির রাজনীতি, ক্ষুব্ধ আদিবাসীরা

সংবাদদাতা, ডেবরা : কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের অনন্তবাড় এলাকার ডাক্তার সরেনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তা নিয়ে ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করছে। আবগারি দফতর সূত্রে খবর, চোলাই মদপাচারের সময় হাতেনাতে ধরা পড়েন ডাক্তার সরেন। তাঁকে ধরে নিয়ে আসার পথে গাড়ি থেকে ঝাঁপ দিলে তাঁর মৃত্যু হয়। এই যুক্তি মানতে নারাজ বিজেপি। বারবার অভিযোগ তুলছে, সরেনকে আবগারি কাস্টডিতে মেরে মেলা হয়েছে। ফলে ফুঁসছে ডেবরা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। ইতিমধ্যে ডাক্তার সরেনের স্ত্রী সুপর্ণা সিং সরেন তাঁর স্বামীর মৃত্যু নিয়ে বিজেপিকে রাজনীতি না করতে অনুরোধ করেছেন। তার পরেও সেই দাবি নিয়ে ডেবরা থানায় অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দিয়েছেন দলবদলু নেতা। সেই কর্মসূচি রূপায়ণ করা যাবে কি না তা নিয়ে সোমবার রায় দেবে কলকাতা হাইকোর্ট।

তার আগেই রবিবার বিকেলে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়ে মিছিল করে ডেবরার বিভিন্ন এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন। ডেবরা কলেজ থেকে ডেবরা বাজার হাজারের বেশি আদিবাসী মিছিলে শামিল হয়। তাঁদের দাবি, ডাক্তারের মৃত্যু নিয়ে বিজেপি বারবার রাজনীতি করছে।

চলে গেলেন কৃষ্ণকলি বসু

প্রতিবেদন : ওয়েবকুপা'র সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকলি বসু প্রয়াত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। বারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজে তিনি অধ্যাপনা করতেন। অসুস্থ অবস্থায় বেশ কয়েকদিন তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। গত শুক্রবার তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। এরপর হঠাৎই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। রবিবার নিজের বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। কৃষ্ণকলির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং ওয়েবকুপা-র সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকলি বসুর অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

সাইনবোর্ডে বাধ্যতামূলক বাংলা, নির্দেশিকা পুরসভার

প্রতিবেদন : শহরের প্রতিটি দোকানপাটে, শপিং মলের ঝাঁ চকচকে আউটলেটে কিংবা কমার্শিয়াল বিল্ডিং থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে বাংলায় নাম বাধ্যতামূলক। অন্য ভাষাও থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাই হবে প্রধান ভাষা। কলকাতা পুরসভার তরফে এবার একেবারে সময়সীমা বেঁধে দিয়ে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হল। পুর কমিশনার ধবল জৈন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এই নিয়ম কার্যকর করতে হবে। বলা হয়েছে, সাইনবোর্ডের একেবারে উপরে বাংলায় সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে। নিচে বা পাশে প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য ভাষা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলার স্থান হবে প্রথমেই। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তির কপি পুরসভার ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়েছে। পুরসভা সূত্রে খবর, নির্দেশ না মানলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।

চক্রান্ত উড়িয়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে। প্রতিটি জেলায় অতিরিক্ত জেলাশাসক পদমর্যাদার ব্যক্তিরা ছিলেন পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে। বেলা দেড়টার সময় প্রতিটি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে আসেন চাকরিপ্রার্থীরা। এই প্রথমবার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তরের কার্বন কপি হাতে করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন পরীক্ষার্থীরা। বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে বেরিয়ে পরীক্ষার্থীরা জানান, প্রশ্নপত্র তাঁদের জন্য সহজ ছিল। পরীক্ষার প্রস্তুতি ভাল করে নিলে চাকরি পাওয়া সম্ভব। যাঁরা প্রথম পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও পরীক্ষায় চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে আশার কথা শোনান। আর সবথেকে বড় বিষয়, সমস্ত প্রক্রিয়া খুব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কোনও বিশৃঙ্খলা ছাড়াই এই পরীক্ষা হয়েছে গোটা রাজ্যে। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, পরীক্ষা সুশৃঙ্খল ভাবে হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সমস্তটা পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছেন। এসএসসি নিয়ে রাম-বাম-কংগ্রেসের একাংশ যে কুৎসা করেছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করতে নানারকম চক্রান্ত করেছেন সিপিএম ও বিজেপি নেতারা। কিন্তু পরীক্ষা সুষ্ঠু, সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এটাই পরিষ্কার, শকুনের অভিশাপে গরু মরে না।

রবিবারের নিয়োগের পরীক্ষায় যোগ দিয়েও রাজ্যের বদনাম করার অপচেষ্টা চালায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিয়োগ বাতিল হয়ে যাওয়া চাকরিপ্রার্থীরা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও পরীক্ষার আগে পর্যন্ত পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থেকে বারবার সুপ্রিম কোর্টেই মামলা করে গিয়েছেন তাঁরা। গন্ধার অধিকারীর উসকানিতে প্ররোচিত হয়েও এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে দেখা মিলল মেহবুব মণ্ডল, চিন্ময় মণ্ডলদের। নিজেদের পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা।

ডবল ইঞ্জিন রাজ্য থেকে এসে পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

এসেছেন চাকরির সন্ধানে। নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরে তাঁরা খুশি। এ-প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন কীভাবে তাঁদের রাজ্যে কর্মপ্রার্থীদের চোখের জল পড়ছে। তাঁরা সরকারের কাজে হতাশ, বেকার সমস্যার সমাধান হয় না। একমাত্র বাংলাতেই তাঁরা আশার আলো দেখছেন। সবথেকে তাৎপর্ণ হল, এখানে একবারও আওয়াজ ওঠেনি যে পরীক্ষা শুধু বঙ্গবাসীরাই দেবেন। যাঁরা ভিনরাজ্য থেকে এসে পরীক্ষা দিলেন তাঁদের কেউ বাজে কথা বলেনি, হয়রান করেনি। বাংলা সেই সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না।

রবিবার রাজ্যের ৬৩৬টি কেন্দ্রে এসএসসির নিয়োগ পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা শহর থেকে বাংলার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে সকাল থেকেই অপেক্ষা করছিলেন নিয়োগপ্রার্থীরা। মণীন্দ্রনাথ কলেজ থেকে শুরু করে উত্তর কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁরা কেউ এসেছেন বিহার-ওড়িশা থেকে, কেউ রাজস্থান থেকে। আবার দলে দলে পরীক্ষার্থীরা এসেছেন যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশ থেকেও। বিজেপি রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা জানাচ্ছেন কোথাও ২০২১, কোথাও ২০২২ সালে শেষ নিয়োগের পরীক্ষা হয়েছে। তাই বাংলাই তাঁদের নিয়োগের জন্য ভরসা।

বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগের পরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হলেই বিজেপি ও বামেরা মামলা করে আটকানোর চেষ্টা করেছে। এমনকী আদালতে সেই নিয়োগ বাতিলের রায় দেওয়া বিচারপতিও যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। সেখানে স্পষ্ট, গোটা দেশের বেকারত্ব মেটাতে আদতে বিজেপি কতটা উদাসীন। সেই ছবি ধরা পড়ল রবিবারের এসএসসি পরীক্ষায়। প্রয়াগরাজ থেকে আসা মহিলা পরীক্ষার্থীরা জানালেন, শনিবারই তাঁরা রাজ্যে এসেছেন এসএসসি পরীক্ষায় যোগ দিতে। বাংলার প্রশাসনের স্বচ্ছ ও সহজ নিয়োগ প্রক্রিয়ার আয়োজনে এদিন মুখোশ খসে পড়ল বিজেপির। একইসঙ্গে স্পষ্ট করে দিল বিজেপি-রাজ্যে নিয়োগের করুণ দশা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

8 September, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

চাষের জমি থেকে উদ্ধার নরকঙ্কাল। মালদহের আইলপাড়ার ঘটনা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত

তৃণমূলে যোগ

■ বিরোধী শিবিরে ভাঙন। তৃণমূলে যোগ দিল ২০০ পরিবার। রবিবার উত্তর দিনাজপুর জেলার চাকুলিয়ায় একটি যোগদান সভা হয়। সেখানেই দলে দলে বিরোধী শিবির ছেড়ে দলে দলে পরিবারগুলি যোগদান করে তৃণমূলে। চাকুলিয়ার বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ দলীয় পতাকা তুলে দেন দলে যোগদানকারীদের হাতে। বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম, তৃণমূল ব্লক সভাপতি শারাফাত আলি প্রমুখ।

বাবাকে খুন

■ বাবাকে নৃশংসভাবে খুন করে চম্পট গুণধর ছেলের। রায়গঞ্জের ঘটনা। নিহতের নাম কৃষ্ণ দাস (৪৯)। কৃষ্ণ দাসের দুই ছেলে। বড় ছেলের নাম দিলীপ দাস এবং ছোট ছেলে সঞ্জীব দাস। শনিবার রাতে মাকে ফোন করা নিয়ে বাবা এবং বড় ছেলের মধ্যেই শুরু হয় ঝামেলা। বাবার সাথে কথা কাটাকাটির জেরে বড় ছেলে দিলীপ উত্তেজিত হয়ে টাইলস কাটার স্কেল দিয়ে বাবাকে আঘাত করতে থাকে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত দিলীপ দাস।

হেরোইন-সহ ধৃত

■ গোপন সূত্রের খবর পেয়ে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৫০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। রবিবার ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতে চেয়ে ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কালিয়াচক থানা এলাকার এক মাদক ব্যবসায়ী ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে গঙ্গারামপুর থানার ফুলবাড়ীতে আসার কথা জানতে পারে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর থানার এসআই পার্থ ঝাঁ-র নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালায় ফুলবাড়ি এলাকায়। অভিযান চালিয়ে প্রথমে নবাব আলিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে ভিন রাজ্যের যোগ রয়েছে কি না খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী, খেলার মাঠের উন্নয়নে বরাদ্দ ১০ লক্ষ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : কথা দিয়ে কথা রাখার নাম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখ আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক সভায় জানিয়েছিলেন খেলার মাঠের উন্নয়ন হবে। যেমন কথা তেমনই কাজ। ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, এবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো শুরু হবে উন্নয়নের কাজ। প্রসঙ্গত, ওই সভায় ছিলেন জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ জেলা প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিক। এর পাশাপাশি ওই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলার বিধায়ক, রাজ্যসভার সাংসদ-সহ বিভিন্ন পুরসভা ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জনপ্রতিনিধিরা। ওই বৈঠকেই জেলা ক্রীড়া সংস্থার মেন্টর মৃদুল গোস্বামী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খেলার মাঠ ও তার উন্নয়নের প্রস্তাব রাখেন। মৃদুলবাবুর প্রস্তাব শুনেই মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ থেকেই জানিয়ে দেন যে, রাজ্যসভার সাংসদের তহবিল থেকে আলিপুরদুয়ারে খেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় দশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৃণমূলেরই এক রাজ্যসভার সাংসদের তাহবিল থেকে দশ লক্ষ টাকা আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের মাধ্যমে খেলার মাঠের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এবার ওই বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে দ্রুত টেন্ডার করে খেলার মাঠের উন্নয়নের কাজ শুরু করতে চলেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী জানান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে আলিপুরদুয়ারে খেলার মাঠ নিয়ে অনুরোধ রেখেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী তখন কথা দিয়েছিলেন খেলার মাঠের উন্নয়নের অর্থ বরাদ্দ করবেন কোনও একজন রাজ্যসভার সাংসদের তাহবিল থেকে। সেই টাকা বরাদ্দ হয়ে গেছে, এবার দ্রুত কাজ শুরু হয়ে যাবে।

■ শীঘ্রই এই মাঠের উন্নয়নকাজ শুরু হবে।

প্রেমিকাকে গুলি করে মারার চেষ্টা, ধৃত এসএসবি জওয়ান

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল উঁচিয়ে প্রেমিকার মা ও গ্রামের মানুষকে ভয় দেখানোর অভিযোগে এক অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ানকে গ্রেফতার করেছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম মাখন রায়। সে আলিপুরদুয়ার বীরপাড়া চৌপথির বাসিন্দা। ওই যুবক বিবাহিত হলেও, সোনাপুর কামারপাড়ার এক যুবতীকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। অভিযোগ ওই প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার জন্য মাখন রায় শনিবার রাতে আলিপুরদুয়ার এক ব্লকের সোনারপুরের কামারপাড়ায় গিয়েছিল। প্রেমিকাকে বাড়িতে না পেয়ে, তাঁর মা ও ছোট ভাইকে পিস্তল ঠেকিয়ে ভয় দেখায়। এমনকী প্রেমিকার ভাইকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রেমিকার মা চিৎকার করে ডাকাডাকি করলে ছুটে আসে আত্মীয় ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সেসময় উপস্থিত জনতাকেও সে পিস্তল উঁচিয়ে ভয় দেখায়। তখনই উত্তেজনা তৈরি হয় সেখানে। স্থানীয় জনতা ধরে ফেলে তাকে। এলোপাথাড়ি মারে জখম হয় মাখন রায়। সেখান থেকে চিকিৎসার জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় তাকে। কিন্তু ওই সময় তার পিস্তলটি ওই জায়গায় পড়ে যায়। এরপর রবিবার সকালে ব্যক্তিগত বন্ডে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু রবিবার দুপুরে মাখন পাল ফের তার প্রেমিকার কামারপাড়ার বাড়িতে হাজির হয়ে পিস্তলটি উদ্ধার করে। কিন্তু তাকে সেখানে দেখে ফের উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রা ওই অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ানকে আটক করেন। এরপর ফের একপ্রস্থ ধোলাই দিয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে আক্রান্তকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার থানায় হাজির করে। রবিবার বিকেলে অভিযুক্ত মাখন গ্রেফতার করে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হয় তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হওয়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তলটিও।

বাড়ছে ফাঁড়ি

প্রতিবেদন : শিলিগুড়ি শহরের নিরাপত্তায় বাড়ছে ফাঁড়ির সংখ্যা। অপরাধমূলক ঘটনার মোকাবিলায় এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে শহর সংলগ্ন এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়াতে আরও একাধিক ফাঁড়ি তৈরির ভাবনা শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের অন্দরে। মাটিগাড়া ও প্রধাননগর থানা এলাকায় নতুন করে বাড়তে থাকা বসতির ওপর নজর দিতে চাইছেন মেট্রোপলিটান পুলিশের কর্তারা। প্রাথমিকভাবে কাওয়াখালি, খাপরাইল ও শালবাড়ি এলাকায় ফাঁড়ি তৈরির জন্য পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, পরপর বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ মিলেছে অপরাধমূলক কাজের। এমতাবস্থায় শহরে অপরাধ মোকাবিলায় তৎপর প্রশাসন। ফাঁড়ির সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে।

স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বাড়াতে অভিনব উদ্যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে অভিনব উদ্যোগ কোচবিহারের রামভোলা জিএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়। উপস্থিতির নিরিখে পড়ুয়াদের দেওয়া হবে পুরস্কার! অগাস্ট মাস থেকে চালু হয়েছে এই উদ্যোগ। এছাড়াও প্রতিমাসের পরীক্ষায় প্রতি ক্লাসে সেরা নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসার। কোচবিহারের অন্য স্কুলগুলিকেও এভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বাড়াতে এমন উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। কোচবিহারের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সাড়ে তিনশো ছাত্রছাত্রী আছে। প্রধান শিক্ষক-সহ স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ১০ জন। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসার আগ্রহ বাড়াতে প্রতি সপ্তাহের শনিবার করে হয় আনন্দ পরিসর। এবারে নিয়মিত উপস্থিতিতে জোর দিতে প্রতি মাসে সেরা উপস্থিতির বিচারে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রামভোলা জিএসএফ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামজি রাউত বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের হাত ধরে এই পুরস্কার বিতরণ শুরু হল। প্রতিমাসে ছাত্রছাত্রীদের এভাবে পুরস্কৃত করে উৎসাহিত করা হবে। সরকারি স্কুলের এই উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

■ নাম মিলিয়ে রেজিস্টার দেখে পড়ুয়াদের দেওয়া হচ্ছে পুরস্কার।

পাশে রাজ্য

সংবাদদাতা, দার্জিলিং: ধসে ভেঙে গিয়েছিল বাড়ি। রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি তৈরির টাকা পেল অসহায় পরিবারগুলি। রবিবার দার্জিলিঙের লালকুঠিতে প্রথম কিস্তির একলক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় ৮৮ জনের হাতে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিরাট ধসে ভেঙে যায় বহু বাড়ি। মাথার ওপর ছাদ হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে প্রায় ১০০টি পরিবার। তাঁদের হাতেই প্রথম কিস্তির টাকা তুলে দেওয়া হল।

কড়া প্রশাসন

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বাংলার বাড়ির টাকা নির্দিষ্ট খাতে খরচ না করার অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন উপভোক্তার বিরুদ্ধে। অভিযোগ পেয়েই কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। অভিযুক্তদের সেই টাকা ফেরত নেবে প্রশাসন। এমনকী সেই উপভোক্তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় অভিযোগ জমা হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে প্রশাসন। কোচবিহার জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি এধরনের উপভোক্তা আছে কোচবিহার ২ ব্লকে। জেলার এই ব্লকে ৩১ জন উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু নিয়ে তালবাহানা শুরু করেছেন বলে অভিযোগ। যাতে উপভোক্তারা সঠিক ভাবে সরকারি প্রকল্পের টাকা ব্যায় করেন সেব্যাপারে কড়ানজর রাখছে প্রশাসন। জানা গেছে ইতিমধ্যেই কোচবিহারে ১২৪ জনের তালিকা তৈরি হয়েছে। এই তালিকাভুক্ত উপভোক্তারা দ্বিতীয় ধাপের টাকা পেলেও এখনও সেই টাকা ব্যয় করে নির্দেশিকামতো বাড়ির কাজ শেষ করতে পারেননি। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে উপভোক্তারা যাতে সঠিকভাবে অর্থ ব্যয় করেন সেদিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

মোবাইল না পেয়ে

প্রতিবেদন : স্বামীর কাছে মোবাইল চেয়ে না পেয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিলিমপুর গ্রামে। এদিন শোবার ঘর থেকে পরিবারের লোকেরা ঝুলন্ত অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম রেনুকা মুদি(২৬)।

আমার বাংলা
8 September, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলা পুলিশের সাফল্য

তেহট্টে শিশুখুনে গ্রেফতার চারজন অভিযুক্ত দুই মৃত

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার তেহট্টের নিশ্চিন্তপুরে নিখোঁজ নয় বছরের স্বর্ণাভ বিশ্বাসের পলিথিনে মোড়া মৃতদেহ পাওয়া যায় একজনের পুকুরে। তা নিয়ে শনিবার উত্তাল হয় নিশ্চিন্তপুর। খুনি সন্দেহে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় অভিযুক্ত এক প্রতিবেশী দম্পতিকে। ঘটনার পরই দ্রুত সক্রিয় তেহট্ট থানার পুলিশ। শিশুখুন ও দেহ লোপাটের পাশাপাশি গণপিটুনির তদন্ত শুরু করেছে তারা। শনিবার দুটি ঘটনায় পুলিশ ছোট্টু মণ্ডল, সুপ্রিয়া ভৌমিক, কার্তিক মণ্ডল ও সুচিত্রা মণ্ডল নামে চারজনকে গ্রেফতার করেছে। গণপিটুনির বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। মর্মান্তিক শিশুমৃত্যুর ঘটনায় খুনের অভিযোগ তুলে প্রতিবেশীদের মধ্যে সাতজনের নামে তেহট্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করে মৃত শিশুর পরিবার। তার ভিত্তিতে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে। এই চারজনের যোগসাজশেরও প্রমাণ মিলেছে। অভিযুক্তদের আজ তেহট্ট মহকুমা আদালতে তুলে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেফাজত দেন। যে সাতজনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উৎপল এবং সোমা মণ্ডল নামে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে গণপ্রহারে এবং নিশা মণ্ডল নামে এক মহিলা শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম ঘোষ জানান, শনিবারের ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে মোট সাতজনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি দু'জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন হাসপাতালে। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে পুনর্নির্মাণ করানোর চিন্তা রয়েছে। একটা নয় বছরের বালককে কেন এরকম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল, তার কারণ জানতেই তদন্তকারী অফিসাররা অভিযুক্তদের জেরা করবে। রবিবারেও নিশ্চিন্তপুর ছিল থমথমে। পুলিশের টহলদারি জারি রয়েছে।

স্ত্রীকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে মৃত্যু স্বামীর

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : স্ত্রীকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক স্বামীর। রবিবার দুপুরে স্ত্রী সেলিনা বিবিকে বহরমপুর কেএন কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে স্কুটিতে বাড়ি ফিরছিলেন মনিরুল ইসলাম। বহরমপুরের ভাকুড়ি এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি খড়বোঝাই লরির ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন মনিরুল। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জমিদাতা পরিবারের ৩৩৪ জনকে জুনিয়র কনস্টেবলের নিয়োগপত্র

সংবাদদাতা, সিউড়ি : এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাশিল্প নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর অপপ্রচারের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে স্থানীয় মানুষরাই। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর উপর ষোলআনা আস্থা রেখেছিলেন। তাতেই দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্পে জমিদাতা পরিবারদের আরও ৩৩৪ জন যুবক-যুবতীকে জুনিয়র কনস্টেবলের নিয়োগপত্র তুলে দিলেন পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ। রবিবার জুনিয়র কনস্টেবল পদে নিয়োগ প্রাপকদের পশ্চিম মেদিনীপুরের সালুয়া ক্যাম্পে তিন মাসের প্রশিক্ষণে পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সুপার। সোমবার থেকে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাবে। তিন মাস ট্রেনিংয়ের পরে এঁরা বীরভূমে ফিরে আসবেন। তারপর এঁদের বিভিন্ন থানায় পোস্টিং দেওয়া হবে। জুনিয়র কনস্টেবলে চাকরিপ্রাপকদের ধন্যবাদ জানিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, এখনও দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্পে মোট ১২১১ জনকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ কনস্টেবল ৮৭৭ জন, মহিলা কনস্টেবল ৩০৬। হরিণসিংহা মৌজার রূপালি মুর্মু

ডেউচা পাচামি

■ জুনিয়র কনস্টেবলের নিয়োগপত্র দিচ্ছেন পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ।

বলেন, তৃতীয়বার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্প গড়ে তোলার জন্য যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবটাই তিনি পালন করেছেন। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজকে তিনি মূল স্রোতে নিয়ে এসেছেন। সবথেকে বড় ব্যাপার, কয়লাশিল্প বাস্তবায়িত করার জন্য ১ ইঞ্চি জমিও জোর করে নেননি। এই কয়লাশিল্প গড়ে উঠলে বীরভূম তথা গোটা বাংলার আর্থিক মানচিত্র বদলে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে এলাকার মহিলারা আর্থিক স্বাবলম্বী হতে পেরেছেন। এটাই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। জুনিয়র কনস্টেবলের নিয়োগপত্র পেয়ে সবাই মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

দিল্লিতে খুন বাংলার যুবক

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : দিল্লিতে খুন হলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার পুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা হাবিব শেখ। পিতার নাম সানিফ শেখ। জানা গিয়েছে, পাঁচ বছর ধরে হাবিব দিল্লিতে থাকতেন। সেখানে নিজস্ব ব্যবসা ছিল। তবে টাকাপয়সা নিয়ে সম্প্রতি কিছু সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল বলে অনুমান। পুলিশ সূত্রে খবর, ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লি শান্তনগর এলাকায় বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে যান। তারপর থেকেই আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পুলিশ উদ্ধার করে দেহটি। হাবিবের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। খুনের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। দিল্লি পুলিশ তদন্ত শুরু করে ইতিমধ্যে কয়েকজনকে জেরা করেছে।

■ হাবিব শেখ।

বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা তৃণমূলে

সংবাদদাতা, মেমারি : কয়েকদিন আগেই তৃণমূলের ব্লক সভাপতিকে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিয়েছিলেন মেমারি ১ নং ব্লকের নিমো ২ পঞ্চায়েতের ২ নং সংসদের ১৮২ নম্বরের বুথের সদস্যা বুল্টি জানা মণ্ডল। আর রবিবার তৃণমূলের দলীয় সভায় এসে যোগদান করলেন। তাঁর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দেন মেমারি ১ নং ব্লক তৃনমূল সভাপতি নিত্যানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুল্টির দাবি, বর্তমানে বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি বিজেপি যে অত্যাচার করছে, বাংলাকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তার প্রতিবাদে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার প্রতি ভালবাসা ও তাঁর লড়াকু মানসিকতাকে সম্মান জানিয়েই তৃণমূলে যোগদান করলাম। নিত্যানন্দ জানান, একদিকে বিজেপির বাংলা ও বাঙালিদের প্রতি অত্যাচার ও অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী তথা জননেত্রীর বাংলার অধিকার রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা তৃণমূলে যোগদান করেছেন। আজ নতুন করে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যাও যোগদান করলেন।

মাদ্রাসা ভোটে জয়ী তৃণমূল

সংবাদদাতা, হলদিয়া : মাদ্রাসা নির্বাচনেও বিজেপি-সিপিএমের দুর্দশা প্রকট। একটি আসনেও খাতা খুলতে পারল না তারা। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা ব্লকের কুকুড়াহাটি অঞ্চলের হলদিয়া মসনদ- ই-আলা গার্লস হাই মাদ্রাসার অভিভাবক প্রতিনিধির নির্বাচন ছিল। মোট আসন ছিল ছয়টি। সবক'টিতেই জয়লাভ করেছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। রবিবার বিকেলে ফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবির মেখে উৎসবে মেতে ওঠেন জয়ী প্রার্থীরা। চলে মিষ্টিমুখও। জানা গিয়েছে, এই মাদ্রাসার নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিএম, বিজেপি এবং আইএসএফ জোট করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সব মিলিয়ে প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ জন। সেখানে সবক'টি আসনেই জয়ী হয়েছে তৃণমূল। এই মাদ্রাসার মোট ভোটার ২১৫। ভোট পড়েছে ১০৭টি। একই দিনে চৈতন্যপুর অঞ্চলের ঢেকুয়া ফারুকিয়া হাই মাদ্রাসারও নির্বাচন ছিল। তবে রাত পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। তৃণমূলের বিপুল জয়ে স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিষেক দাস বলেন, বাংলার বিরোধী রাজনৈতিক দলেরা আমাদের উন্নয়নের কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

বিধায়ক হুমায়ুনের উদ্যোগে ত্রিলোচনপুর-ধর্মতলা বাস

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৭ নম্বর মলিঘাটি অঞ্চলের ত্রিলোচনপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ধর্মতলা যাওয়ার বাসের উদ্বোধন করলেন ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির। এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সরকারি বাস পরিষেবার, সেই দাবি পূরণ করলেন এলাকার বিধায়ক। এবার সরকারি বাসের পরিষেবা পাবেন গ্রামের মানুষজন, বিশেষ করে ৭ নম্বর মলিঘাটি অঞ্চল, ৮ নম্বর গোলগ্রাম অঞ্চল, ৯ নং ষাঁড়পুর লোয়াদা গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষজন। এসবিএসটিসি-র এই বাসেই ত্রিলোচনপুর থেকে কলকাতার ধর্মতলা পর্যন্ত কম খরচে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবেন। খুশি এলাকার মানুষজন।

■ বাস উদ্বোধনে হুমায়ুন কবির, সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, সীতেশ ধাড়া প্রমুখ।

বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা। ফিতে কেটে সবুজ পতাকা দেখিয়ে উদ্বোধন করলেন হুমায়ুন। ছিলেন রাজ্য পরিবহণ আধিকারিক সুভাষ চট্টোপাধ্যায়, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেবরা ব্লকের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া, পাশাপাশি এলাকার তিন প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির দুই কর্মাধ্যক্ষ মৌসুমি মণ্ডল ও সাবির আলি ছাড়াও এলাকার নেতৃত্ব থেকে সাধারণ মানুষজন। বাস চলবে নির্দিষ্ট সময়ে সোমবার থেকে। কয়েকদিন আগেই ডেবরার টাবাগেড়িয়া থেকে ধর্মতলা যাওয়ার বাসের উদ্বোধন করেন বিধায়ক। সাড়াও মিলেছে ভাল। এবার আরও একটি বাস। অর্থাৎ কয়েকদিনের ব্যবধানে দুটি সরকারি বাস পেলেন ডেবরাবাসী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

যোগীরাজ্যের বেরিলিতে ১১ বছরের নাবালিকা দীর্ঘদিন ধরেই শিকার হচ্ছিল ৩১ বছরের এক আত্মীয়র যৌন নিগ্রহের। মেয়েটি আচমকা সন্তান প্রসব করায় জানাজানি হয় এই ন্যক্কারজনক ঘটনা। জনরোষের চাপে পড়ে অভিযুক্ত রশিদকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ

দিল্লি দরবার

8 September 2025 • Monday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

গ্রেফতার করা হচ্ছে না ধর্ষককে

প্রতিবাদে যোগীর বাড়ির সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা নির্যাতিতা তরুণীর

প্রতিবেদন: যোগীরাজ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধর্ষক। তাকে গ্রেফতারের ব্যাপারে গা করছে না গেরুয়া পুলিশ। হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাকে স্পর্শ করছে না প্রশাসন। প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী যোগীর বাসভবনের সামনেই গায়ে দাহ্য তরল ঢেলে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক তরুণী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে ডবল ইঞ্জিন রাজ্যে। সাধারণ মানুষের মুখে একটাই কথা, এখানে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই, নিরাপত্তা আছে শুধু ধর্ষক এবং নারী নির্যাতনকারীদের। শুক্রবার এই ঘটনার পরেই হুলস্থুল পড়ে যায় গোটা রাজ্যে। প্রশ্ন উঠেছে গেরুয়া পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

ঠিক কী অভিযোগ নির্যাতিতার? গত ২৪ জুন গাজিয়াবাদের শালিমার থানায় ধর্ষণের অভিযোগ জানাতে যান তিনি। হরিয়ানার এক সঙ্গীত শিল্পী উত্তর কুমার তাঁকে ধর্ষণ করেছে বলে জানান পুলিশকে। কিন্তু তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করে পুলিশ। পুলিশকে বারবার অনুরোধ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অগত্যা তরুণী দ্বারস্থ হন লখনউ হাইকোর্টের। উচ্চ আদালতের নির্দেশে ২৫ দিন পরে পুলিশ বাধ্য হয় অভিযোগ নিতে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। অভিযুক্তকে গ্রেফতারের কোনও চেষ্টাই করেনি পুলিশ। কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না ধর্ষককে, সেই প্রশ্নেও নিরুত্তর পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সমাজমাধ্যমে গোটা বিষয়টি তুলে ধরে নির্যাতিতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা না হলে তিনি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবেন। এরপরেও ঘুম ভাঙেনি প্রশাসনের। অভিযোগ ওঠে, সবকিছু জেনে-বুঝেও অপরাধীকে আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ। উপায়ান্তর না দেখে সুবিচারের আশায় গাজিয়াবাদ থেকে লখনউ চলে আসেন নির্যাতিতা। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ জানাতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী যোগীর সরকারি বাসভবনের সামনে। তারপরে আচমকাই নিজের গায়ে দাহ্য তরল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি। নিরাপত্তারক্ষীরা অবশ্য কোনওরকমে উদ্ধার করেন তাঁকে। কিন্তু এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যোগীর রাজ্যে মহিলারা কতটা অসহায়।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর আজব ফতোয়ার তীব্র প্রতিবাদ তৃণমূলের

মা দুর্গার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখার ফরমান বিজেপির

প্রতিবেদন: রাজধানীর বাঙালিদের প্রতি আজব ফরমান বিজেপির। প্রতিটি দুর্গাপ্রতিমার পায়ের কাছে রাখতে হবে মোদির ছবি। তাঁর শুভকামনা করে প্রার্থনা জানাতে হবে দশভুজার কাছে। দিল্লির গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীর এমন অদ্ভুত ফতোয়ায় স্তম্ভিত স্থানীয় পুজোর উদ্যোক্তারা। প্রশ্ন একটাই, মহামায়ার কাছে কে কী প্রার্থনা জানাবে সেটাও কি ঠিক করে দেবে বিজেপি? এই অদ্ভুত ফরমানকে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। দলের সাংসদ মালা রায়ের শ্লেষাত্মক মন্তব্য, জীবনে কোনওদিন শোনা যায়নি এমন ঘটনা। তোষামোদ করতে করতে বিজেপির নেতা-নেত্রীরা ভুলে গেছেন যে কতদূর পর্যন্ত তোষামোদ করা যায়। কেউ কম যান না, এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ। এর পরের বছরে ওরা হয়তো বলবে, মা দুর্গার চালার পিছনে থাকা শিবের ছবি সরিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগাতে হবে।

দেশের আমজনতাকে ধোঁকা দিয়েই চলেছে বিজেপি। তারপরও থেমে না গিয়ে এবার দুর্গাপুজো নিয়ে ন্যক্কারজনক রাজনীতি করছে বিজেপি। পুজো কমিটিগুলোকে কিছু সুযোগ-সুবিধের বিনিময়ে তারা চাপিয়ে দিতে চাইছে নিন্দনীয় শর্ত। দুর্গাপূজা শুরু হতে আর দিন কুড়ি বাকি। তার আগেই দিল্লির বাঙালি পুজো উদ্যোক্তাদের সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার এই অদ্ভুত আচরণ। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। ২ অক্টোবর পর্যন্ত সেবাপাখোয়ারা পালন করবে গেরুয়া পার্টি। এই উপলক্ষে তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করতে হবে—দিল্লির প্রত্যেক পুজো উদ্যোক্তাদের এমনই অদ্ভুত নির্দেশ দেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির দুর্গাপূজায় বিদ্যুৎ বিলে ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ঘাড়ে শর্ত চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার মুখে পড়ছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন, তাহলে কি এবার বাঙালির দুর্গাপুজো বিজেপির শর্ত মেনে করতে হবে? আসলে দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালি নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে গিয়ে দুর্গাপুজো নিয়ে এই ন্যক্কারজনক রাজনীতি আশ্রয় নিয়েছে বিজেপি।

দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ মিলিয়ে প্রায় ৩০০-র মতো দুর্গাপূজা হয় প্রতিবছর। এই দুর্গাপূজা নিয়ে বিজেপির রাজনীতি নতুন নয়। অতীতে রাজ্যের দুর্গাপূজাগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুদান দেওয়া নিয়েও নোংরা রাজনীতি করেছে বিজেপি। শেষে বিজেপির দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে কোর্টে। বাংলার মানুষ বিজেপির নোংরা রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বেজায় ক্ষুব্ধ দিল্লির পুজো উদোক্তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিল্লির এক পুজো উদ্যোক্তা বলেন, বিজেপি নেত্রী এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা যা বলেছেন, তা মানা যায় না। মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ফটো রাখার এই নির্দেশ আমরা মানব না। আমাদের পুজোর একটা ঐতিহ্য আছে, ধর্মীয় রীতি এবং অনুশাসন মেনে এই পুজো পরিচালিত হয়। এই পুজো সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক পরিসরের বাইরে আমজনতার মেলবন্ধনের এক চিরন্তন মঞ্চ। আমরা এই পুজোতে রাজনীতির রং লাগাতে দেব না। কোনওভাবেই নয়।

উল্লেখ্য, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে দিল্লিতে 'বাঙালি হেনস্তা'র জেরে প্রশ্নের মুখে পড়েছে গেরুয়া শিবির। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার ঘটনায় সংসদ থেকে রাজপথ, সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বাংলা এবং বাঙালির মন পেতেই দিল্লির পুজো কমিটিগুলিকে ঢাল করতে চাইছে বিজেপি, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দক্ষিণ ভারতেও হয় দুই আত্মার শুভ পরিণয়

প্রতিবেদন: বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, পয়সা থাকলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হয়! কথাটা তির্যকভাবে বলা ঠিকই কিন্তু আত্মাদের নিয়ে বিভিন্ন প্রথা আছে পৃথিবীজুড়ে— তার মধ্যে একটি প্রথা হল, দুটি আত্মার বিবাহ। সহজ কথায় বললে, 'ভূতের বিয়ে'। আশ্চর্য হচ্ছেন? এই প্রথা আছে ভারতেরই দাক্ষিণাত্যে। আবার এর খোঁজ পাওয়া যায় চিনেও। কেন এই উদ্যোগ? দুটি অবিবাহিত মানুষ তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী যাঁদের বিয়ে হয়নি অথবা বাগদান সারা হয়েছে কিন্তু গাঁটছড়া বাঁধা হয়নি। তার আগেই জীবনে নেমে এসেছে অন্তিম সময়। সেই অতৃপ্ত আত্মাদের বিয়ে দেন অভিভাবকরা।

প্রেত মাধিভ—এই প্রথা প্রচলিত কর্নাটক ও কেরলের বিভিন্ন অঞ্চলে। প্রয়াত আত্মাদের মধ্যে বিবাহের অনুষ্ঠানকে অত্যন্ত মর্যাদা দেওয়া হয়। কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে— তা নাকি স্বর্গেই ঠিক করা হয়। পৃথিবীতে তাঁদের মিলন হয়। এই দুই উপকূলীয় রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করেন, ধরাধামে সেই বিয়ে না হয়ে কারও মৃত্যু হলে তা খুবই দুঃখের। তাই নশ্বর দেহে প্রাণ না থাকলেও আত্মাদের ধুমধাম করে মৃতদের বিয়ে দেওয়া হয়।

যেসব পরিবারের সন্তান বিয়ের আগেই অল্প বয়সে মারা গিয়েছেন, সেই পরিবারগুলি এই প্রথা মানে। মৃত ছেলে-মেয়ের বিয়ের এই প্রথাকে বলা হয় প্রেথা মাদুভে বা ভূতের বিয়ে। যত দিন না এই বিয়ে হবে, ততদিন পর্যন্ত মৃত মেয়ে বা ছেলের আত্মা অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে— এটাই তাদের অন্ধবিশ্বাস। এমনকী উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রীর সন্ধান চেয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। দক্ষিণ ভারতের থেকে ভৌগোলিক অবস্থানে যত দূরেই হোক না কেন, এই প্রথার সঙ্গে অদ্ভুত মিল আছে চিনের

কিছু অংশের। সেখানেও এই ভাবেই বিয়ে দেওয়া হয় মৃতদের। এটি কুসংস্কার হলেও এতেই বিশ্বাস করে এখনও দেশটিতে ভূতের বিয়ের রীতি প্রচলিত রয়েছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদনে অনুযায়ী, চিনের কিছু অঞ্চলের মানুষ ভূতের বিয়ের প্রথায় বিশ্বাস করে। মূলত এই প্রথাটি চালু হয় খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৭-তে। চিনের কিছু অঞ্চলের মানুষেরা বিশ্বাস করেন— কেউ যদি অবিবাহিত থেকে মারা যান তবে তাঁর আত্মা পরকালে শান্তি পায় না। তাই আত্মার শান্তির জন্য জীবিত মানুষের সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উত্তর চিন শানসি, শানডং এবং হেবেই প্রদেশে এখনও ভূত বিয়ের প্রচলিত রয়েছে। দুই ধরনের ভূতের বিয়ে এসব অঞ্চলে প্রচলিত। প্রথমত, যাঁরা বাগদানের আগে বা বাগদানের পরে মারা যান তাঁদের বিয়ে দেওয়া হয়। মৃত মানুষটির পরিবারের লোকজন বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এরপর একসঙ্গে কবর দেন।

আরেকটি প্রথা হল, যেসব মানুষ বিয়ের আগেই মারা যান, তাদের কারও সঙ্গে বাগদানও হয়নি— মৃত্যুর পরে রীতিমতো ঘটকালি করে তাঁদের মরণোত্তর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথায় ঘটকরা মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক হাতিয়ে নেন। বিয়ের একটি প্রতিষ্ঠান সামাজিক ও আইনত দুটি মানুষের একত্রে বাসের স্বীকৃতি। সভ্যতার শুরুর দিকে বিয়ের কোনও প্রচলন না থাকলেও যত বিবর্তন এসেছে, সমাজ গড়ে উঠেছে— ততই বিয়ের উদাহরণ দেখা গিয়েছে। যা আধুনিক সমাজেও বর্তমান। আর সেই বিয়ের হওয়া বা না হওয়াকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্নরকম কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাসও গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের আলোতেও যা মোছা যাচ্ছে না। আত্মার বিয়ে তেমনই এক কুসংস্কার বলেই মত বিশেষজ্ঞদের।

চলতি সপ্তাহেই ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক

প্রতিবেদন: গঙ্গার জলবণ্টনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবারই বসতে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বৈঠক। সোমবারই বাংলাদেশের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দলের ঢাকা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা আছে বলে জানা গিয়েছে। লক্ষণীয়, আগামী বছরের ডিসেম্বরে যেহেতু গঙ্গা জলচুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে, তাই চুক্তির পুনর্নবীকরণের বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত না নিয়ে এ-বিষয়ে আলোচনা কীভাবে সম্ভব, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দিন কয়েক আগেই দিল্লিতে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত না নিয়ে এই আলোচনা এগোতে পারে না। এদিকে জানা গিয়েছে, শুধু গঙ্গা নয়, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রতিটি নদীরই জলপ্রবাহের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে।

ঝাড়খণ্ডের গভীর জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে নিহত শীর্ষ মাওবাদী নেতা

প্রতিবেদন: কুখ্যাত মাওবাদী নেতাকে গুলি করে মারল যৌথবাহিনী। ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল শীর্ষ মাওবাদী নেতা অমিতের। মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম সিংভূমের গইলকেরায় সারান্ডার জঙ্গলে মাওবাদীদের জড়ো হওয়ার খবর পেয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে যৌথবাহিনী। মাওবাদীরা গুলি চালালে জবাব দেন জওয়ানরা। মৃত্যু হয় শীর্ষনেতার। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি অভিযান।

মুম্বইয়ের বহুতলে বিধ্বংসী আগুন। এখনও পর্যন্ত একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। জখম হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। রবিবার দুপুরে দহিসার এলাকার ঘটনা। এদিনই গণপতি বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন একজন

সন্ত্রাসবাদীদের রাজধানী মস্কোয় আলোচনা নয়: জেলেনস্কি

ইউক্রেনে ড্রোন হামলা রুশবাহিনীর
সচিবালয়ে আগুন, নিহত ৩, জখম ২৫

প্রতিবেদন: পুতিনের প্রস্তাব মুখের উপর খারিজ করে দিলেন জেলেনস্কি। শুধু খারিজ নয়, মস্কোকে সন্ত্রাসবাদীদের রাজধানী বলতেও দ্বিধা করলেন না তিনি। খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিলেন, মস্কোয় গিয়ে পুতিনের সঙ্গে আলোচনার কোনও প্রশ্নই নেই। আর তাতেই ব্যাপক ক্ষেপে গিয়ে ইউক্রেনের উপর আক্রমণের ঝাঁজ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল রাশিয়া। সরাসরি হামলা চালাল ইউক্রেনের রাজধানী কিভের সচিবালয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সচিবালয়। কিভের সামরিক প্রশাসনের প্রধান তিমুর তাচেনকো জানিয়েছেন, রুশ হামলার জেরে কিমের বহুতল ভবন থেকে নির্গত ধোঁয়া ঢেকে দিয়েছে

আকাশ। তবে প্রাণহানির কোনও খবর এখনও মেলেনি। কিন্তু কিভে রাতভর রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ৩ জনের মৃত্যুর খবর এসেছে। জখম হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। মৃতদের মধ্যে একজন শিশুও আছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কিকে মস্কোয় এসে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু শনিবার সেই প্রস্তাব সরাসরি খারিজ করে দেন জেলেনস্কি। তাঁর সাফ কথা, সন্ত্রাসবাদীদের রাজধানীতে কোনওভাবেই যাবেন না তিনি। বরং জেলেনস্কির প্রস্তাব, আলোচনার জন্য কিভে আসুন পুতিন।

এরপরেই কিভে চড়াও হয় মস্কো। কিভের মেয়র ভিটালি ক্লিটস্কো ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, শনিবার রাত থেকেই লাগাতার হামলা চালাচ্ছে রুশবাহিনী। যেন বৃষ্টির মতো ড্রোন হামলা। লক্ষণীয়, গত সপ্তাহে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন পুতিন জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে বসতে তাঁর সম্মতির কথা জানালেও প্রশ্ন তুলেছিলেন, এই বৈঠকের অর্থ কী? তখনই তিনি জেলেন্সকিকে মস্কোয় এসে বৈঠকের প্রস্তাব দেন। কিন্তু এই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে জেলেনস্কি তার কারণও ব্যাখ্যা করেন। তাঁর স্পষ্ট কথা, আমরা ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মধ্যে রয়েছি। প্রতিদিনই হামলা চালাচ্ছে রুশ বাহিনী। আমি সন্ত্রাসবাদীদের রাজধানীতে যাব না।

সব মিলিয়ে ৫ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের চন্দ্রগ্রহণ। রাত ৮টা ৫৮ মিনিট থেকে ২.২৫ মিনিট পর্যন্ত। এই বিরল ঘটনার সাক্ষী থাকল ভারতের আকাশ। চাঁদের রং তখন লাল। বহু বছর পরে এত দীর্ঘ সময় ধরে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

ধর্মতলায় উপচে পড়ল স্বাস্থ্যকর্মীদের ভিড়

(প্রথম পাতার পর)

নির্দেশে গোটা রাজ্যের চিকিৎসাক্ষেত্রের সমস্ত মানুষ এক হয়েছি শুধুমাত্র বাংলার চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে বাংলাবিরোধী বাম-বিজেপির কুৎসা-অপপ্রচার রুখে দেওয়ার জন্য। নেত্রীর ডাকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ির মতো দূরদূরান্তের জেলা থেকেও স্বাস্থ্যকর্মীরা ছুটে এসেছেন। বাংলাবিরোধী বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত করতে প্রত্যেকে বদ্ধপরিকর। বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা এরপর নিজেদের এলাকাতেও প্রতিবাদ জানাবেন। গত জানুয়ারিতে প্রোগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে দেওয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিন ধরনা কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ করবী বড়াল, ডাঃ মানস ভুঁইয়া, ডাঃ শর্মিলা সরকার, ডাঃ নির্মল মাজি, ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, কুণাল ঘোষ, প্রতাপ নায়েক, মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা। বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে ডাঃ মানস ভুঁইয়া বলেন, কোন ক্ষমতায় আমার বাংলাকে অপমান করো? কোন ক্ষমতায় বাংলার ভাষা, বাংলার ১২ কোটি মানুষকে অপমান করো? বাংলা আমাদের মায়ের ভাষা। আর ওরা বলছে, বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই! বাঙালি বলে কোনও জাতি নেই? কারা এরা? চিনে রাখুন এই অশিক্ষিত আহাম্মকদের।

ধরনামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরজি কর নিয়ে বাম-রামের কুৎসা-অপপ্রচার আর নোংরা রাজনীতির কথা তুলে ধরেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, আরজি করের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু সেই ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি করতে নেমেছিল কারা? যাঁদের জমানায় বানতলায় ডাঃ অনিতা দেওয়ানকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছিল, সেই নির্লজ্জ সিপিএম। আর কয়েকদিন আগে যাঁদের মধ্যপ্রদেশে একজন নার্সকে গলা কেটে খুন করা হয়েছে, সেই নির্লজ্জ বিজেপি। কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টায় খুনি-ধর্ষককে ধরেছিল। দীর্ঘ তদন্তের পর সিবিআইও বলেছে, পুলিশের তদন্তই সঠিক। তিনটে আদালতে বিস্তারিত শুনানিতেও সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মানুষের আবেগকে বিপথে চালিয়ে বীভৎস রাজনৈতিক কাজকর্ম চালিয়েছে বাম-বিজেপি। সব মেডিক্যাল কলেজে জুনিয়র ডাক্তারদের বের করে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। কোর্ট ওঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে। বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষের পাশাপাশি বাংলার চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বদনাম করতে বাম-রামের এই ষড়যন্ত্রেরও মুখোশ খুলে দেন কুণাল ঘোষ।

অভিবাসীদের ফোনে আড়ি মার্কিন প্রশাসনের!

প্রতিবেদন: অভিবাসীদের প্রতি ট্রাম্পের আচরণে বারবারই উঠছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন। কিন্তু তাতে যে কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই মার্কিন প্রশাসনের, তা প্রমাণিত হল আরও একবার। এবার অভিবাসীদের ফোন হ্যাক করবে ট্রাম্প প্রশাসন। পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত। কড়া নজরদারি চালানো হবে অভিবাসীদের উপরে। এই আড়িপাতার বিষয়টি ঘুণাক্ষরেও টের পাবেন না তাঁরা। ট্রাম্পের অভিযোগ, অপরাধমূলক কাজকর্ম ক্রমশই বেড়ে চলেছে মার্কিন মুলুকে। সন্দেহের তির অভিবাসীদের দিকেই। এই অজুহাতেই চালানো হচ্ছে সমাজমাধ্যমে নজরদারি। এবার প্যারাগন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অভিবাসীদের উপরে আরও কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়ায় হুন্ডাইয়ের কারখানায় আচমকা অভিযান চালিয়ে ৪৭৫ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করেছে মার্কিন তদন্তকারীদের এক বিশাল টিম। এরা সকলেই দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আসা অবৈধ অভিবাসী বলে জানিয়েছে প্রশাসন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, জো বাইডেনের শাসনকালে গত সেপ্টেম্বরেই মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগের সঙ্গে বিতর্কিত হ্যাকিং কোম্পানি প্যারাগন সলিউশনের ২০ লক্ষ মার্কিন ডলারের চুক্তি হয়। কিন্তু তা

ট্রাম্পের দ্বিচারিতা

বাস্তবায়িত হয়নি স্পাইওয়্যার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার কারণে। ট্রাম্পের আমলে এবারে বাস্তবায়িত হতে চলেছে সেটাই। এদিকে ট্রাম্পকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে ধনকুবের মাস্কের সংস্থা এক্স। ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে এক্স প্রশ্ন তুলেছে, ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে বলে তাদের উপরে চাপানো হয়েছে অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা। কিন্তু আমেরিকা যে কোটি কোটি টাকা দিয়ে রাশিয়ার ইউরেনিয়াম এবং অন্যান্য জিনিস কিনছে, তার বেলা?

ভাঙছে বিশ্বের বৃহত্তম আইসবার্গ বেড়েই চলেছে সমুদ্রের জলস্তর

বিপদের মুখে মুম্বই-চেন্নাই, সুন্দরবন!

প্রতিবেদন: প্রায় ভেঙেই গেল পৃথিবীর সবথেকে বড় আইসবার্গ এ২৩এ। এর সাইজ লন্ডনের থেকেও বেশি। ৪০ বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এই বিশাল বরফের চাঁই। আপাতত আটলান্টিক সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে এটা। দক্ষিণ জর্জিয়া আইল্যান্ড থেকে চৌষট্টি কিলোমিটার দূরে। পরের সপ্তাহে আর হয়তো দেখা যাবে না এই আইসবার্গকে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে। এ২৩এ গলে গেলে বিশাল কিছু ক্ষতি হয়তো হবে না। কিন্তু এটা একটা ওয়ার্নিং। আইপিসিসির হিসেব বলছে, এখন বছরে ৩.৭ মিলিমিটার সমুদ্রের জল বাড়ছে। আইসবার্গ এভাবে গলে ভাঙতে থাকলে এর পরিমাণ বাড়বে স্বাভাবিক ভাবে। এখনকার মতো পরিস্থিতি যদি

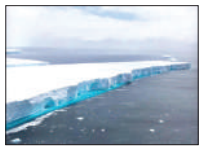

চলতে থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্রের জলস্তর অন্তত ৩০-৬০ সেন্টিমিটার বাড়বে। মুম্বই, চেন্নাই বা সুন্দরবনের সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। মাথায় রাখতে হবে ভারতের প্রায় সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা রয়েছে। উষ্ণায়নে বৃষ্টিপাতও ঘেঁটে যাচ্ছে। তার ফল হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে দেশ। পঞ্জাবের এই বন্যা তো গত আটাশ বছরের মধ্যে হয়নি। কারণ বরফ শুধু আন্টার্কটিকার গলছে না, হিমালয়ের হিমবাহও লাইনে আছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এসব আটকানো যাবে? প্র্যাকটিক্যালি না। আটকানোর যে থিওরি বাজারে আছে, তা বাস্তবে হবেও না। ফলে এটাই ভবিতব্য, মেনে নিতেই হবে।

ইস্তফা জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইশিবার

প্রতিবেদন: ইস্তফা দিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা। ছাড়লেন তাঁর দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট পদও। দলের ভাঙন এড়াতেই তাঁর এই সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। রবিবার সকালেই এক সাক্ষাৎকারে পদত্যাগের ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন ইশিবা। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ঘোষণা করলেন তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আসলে গত এক বছর ধরেই ক্ষমতাসীন ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক ক্ষোভ-বিক্ষোভ। গত জুলাইয়ে জাপান পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় দল। তার আগে নিম্নকক্ষেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি। স্বাভাবিকভাবেই দলের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছিল তাঁর নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই। দাবি উঠেছিল পদত্যাগের। তারই পরিণতিতে ইশিবার পদত্যাগের সিদ্ধান্ত।

গ্রেফতার দেশরাজের বাবা

(প্রথম পাতার পর)

থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার আগের দিন উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল দেশরাজের মামাকে। মামার মোবাইল থেকে দেশরাজকে নকল পরিচয়পত্র তৈরি করে দিয়ে নেপালে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার প্রমাণ পেয়েছিল পুলিশ। সেই সূত্রেই গ্রেফতার হয় দেশরাজ। কৃষ্ণনগরের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে জানান, রাজস্থান থেকে দেশরাজের বাবা রঘুবিন্দকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হচ্ছে। উল্লেখ্য, দেশরাজের বাবা রঘুবিন্দ বিএসএফ-এ কর্মরত। রাজস্থানের জয়সলমেরে বিএফএফে পোস্টিং ছিল তার। রাজ্যের পুলিশ গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে গেলেও গ্রেফতারিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিএসএফ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হবে ত্রিধারা শারদ সংকলন। সম্মাননা প্রদান করা হবে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীকে। উপস্থিত থাকবেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টজনেরা

খোলা হাওয়া

বৃষ্টি পায়ে পায়ে

» বাংলা আধুনিক গানে জয় সরকার, অর্ণা শীল, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তিন ব্যক্তিত্ব। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তৈরি হয়েছিল শ্রোতাদের অতি পরিচিত গান 'বৃষ্টি পায়ে পায়ে'। একজন সুর করেছিলেন, একজন লিখেছিলেন, আরেকজন গেয়েছিলেন। কুড়ি বছর পর আবার তিনজন একসঙ্গে এলেন, তবে এবার মঞ্চে। গত ৫ সেপ্টেম্বর, জি ডি বিড়লা সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল 'বৃষ্টি পায়ে পায়ে'-এর কুড়ি বছর। জয় সরকার, শুভমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণা শীল উপস্থাপনা করলেন এই গানের কুড়ি বছর উপলক্ষে এক বিশেষ সঙ্গীতসন্ধ্যা। প্রথমার্ধে ছিল জয় সরকারের সুরের গান, যা শুভমিতা গেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ছিল শুভমিতার একক সঙ্গীত পরিবেশনা। অন্য সুরকারদের সুরে। অনুষ্ঠানের আয়োজক বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন। সংবর্ধনা জানানো হয় 'বৃষ্টি পায়ে পায়ে গানে'র মূল যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীদের।

বাকসাড়া মাটির নতুন নাটক

» চলছে বাদল সরকারের জন্মশতবর্ষ। বাকসাড়া মাটি মঞ্চস্থ করছে তাঁর 'ত্রিংশ শতাব্দী' অবলম্বনে নতুন নাটক '৬ অগাস্ট ১৯৪৫'। গল্পের শুরুতেই বোঝা যায়, এটা কেবল একটি তারিখের ইতিহাস নয়। একটি নাটকের দল যখন 'ত্রিংশ শতাব্দী' মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখনই ভেতর থেকে ফেটে পড়ে তাদের নিজস্ব দুঃখ-বেদনা। অভিনয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই প্রথমে বলতে হয় পার্থসারথি সরকারের কথা। এমন স্বাভাবিক, অথচ তীব্র অভিনয় সাম্প্রতিককালে খুব কম দেখা গেছে। সৌমেন চক্রবর্তী ও রাজরাখালও একে অপরের সঙ্গতিতে দৃশ্যগুলো দারুণভাবে জমিয়েছেন। এছাড়াও মৌমিতা দত্ত, আদিত্য, অঙ্কুশ, রুজানা, অর্ঘ্যদীপ ও অর্ঘ্য অধিকারী— সবাই নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন। রূপান্তর ঘটিয়েছেন অর্ঘ্য অধিকারী। পরিচালনা করেছেন স্বাগত চট্টোপাধ্যায়। তিনি যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে থিয়েটারকে নতুন চোখে দেখতে শিখিয়েছেন। টুংটুং-এর সংগীত নাটকের গহ্বর আরও গভীর করেছে। প্রযোজনায় আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। ১৩ সেপ্টেম্বর আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসে আবার উঠবে পর্দা। যাঁরা থিয়েটার ভালবাসেন, তাঁরা এটা না দেখলে অনুশোচনা থেকেই যাবে।

শিক্ষক দিবস উদযাপন

» ৫ সেপ্টেম্বর হাওড়ার পেঁড়োয় সংগঠনী সংঘের খেলার মাঠে আলোর শিখা-র উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষক-সম্মাননা প্রদান করে 'কলকাতার যিশু' পত্রিকা। উপস্থিত ছিলেন দিলীপ বসু, মৃদুল দাশগুপ্ত, রামকিশোর ভট্টাচার্য, বাপি ঠাকুর চক্রবর্তী, দেবাশিস ঘোষ, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সবাইকে স্বাগত জানান সাতকর্ণী ঘোষ। শিক্ষক-সম্মাননা প্রদান করা হয় নবকুমার কর্মকার, অনুপ বেরা, সুশান্ত পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর সাধুখাঁ, শিখা খাঁকে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিপ্লব ঘোষ, উজ্জ্বল মাজি।

শিক্ষক-সম্মাননা

» ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন ও শিক্ষক দিবস পালিত হল হুগলির বন্দিপুরে 'আকাশ' অডিটোরিয়ামে। শিক্ষক দিবসে। সূচনা শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতে। তারপর এক শিক্ষার্থীর আঁকা প্রতিকৃতিতে সবাই মিলে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। শিক্ষক-শিল্পীদের কথা কবিতায় গানে গল্পে 'কুশাঙ্কুর'-এর শ্রদ্ধাজ্ঞাপনসন্ধ্যা ছিল প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। ১৩ জন শিক্ষককে সম্মাননা প্রদানে শিক্ষকগণ আপ্লুত। অভিভাবকেরা মুগ্ধ। সমাজের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে মৃণালকান্তি দাসের ভাবনায় অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় রীতম অন্তরা নিবেদিতা সৌভিকেরা ছিল মানানসই। প্রাণবন্ত।

উত্তমকুমারের জন্মদিন

» ৩ সেপ্টেম্বর ছিল মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মদিন। প্রাক শতবর্ষের জন্মদিনে নদিয়ার রানাঘাট বৈশাখী কালচারাল ইউনিট তাঁর পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক গৌতম ঘোষ, অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়া, রানাঘাট পুরসভার পুরপ্রধান কোশলদেব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

নাট্য-উৎসব

» ৩০-৩১ অগাস্ট অনুষ্ঠিত হল আড়িয়াদহ ক্লাইম্যাক্স আয়োজিত সপ্তম নাট্য-উৎসব। উদ্বোধন করেন নাট্য পরিচালক সুরজিৎ সিনহা এবং রনি ভৌমিক। তাঁদের উত্তরীয় এবং স্মারক প্রদান করেন সবিতা দাস।

প্রথমদিন মঞ্চস্থ হয় বরানগর অ্যাক্টিভ থিয়েটারের নাটক 'রাজযোটক', মহিষাদল শিল্পকৃতির নাটক 'স্বপ্নপুর', দেবীনগর জাগরী থিয়েটার গ্রুপের নাটক 'বন্দি যে জন'। উৎসবের শেষ দিন পরিবেশিত হয় রাণীকুঠি আঙ্গিকের নাটক 'বাতিঘর', হাওড়া সন্ধানী শিল্পী গোষ্ঠীর নাটক 'পাখি'। উৎসবের শেষ নাটক ছিল আড়িয়াদহ ক্লাইম্যাক্স-এর 'বিদুর জননী'।

শিল্পীমন উৎসব

» ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর, সল্টলেক পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের ঐকতান প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় শিল্পীমন উৎসব। উপস্থিত ছিলেন কমল দে সিকদার, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন বরাট, আশিস গিরি, কাজল সুর, শ্যামল জানা, পার্থসারথি গায়েন, নমিতা চৌধুরী, রুমা রায় প্রমুখ। সূচনা সংগীত পরিবেশন করেন ঋক রায়। সবাইকে স্বাগত জানান কেতকীপ্রসাদ রায়। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, শ্রুতি নাটক, নাচ, গান। প্রদান করা হয় সম্মাননা। প্রকাশিত হয় পত্রিকা ও বই। সঞ্চালনা করেন নন্দিনী লাহা। ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বোলপুর শান্তিনিকেতনে। শিল্পীমন মঞ্চে। উপস্থিত থাকবেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্টরা। পরিবেশিত হবে আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, শ্রুতি নাটক, নাচ, গান। আয়োজিত হবে আলোচনাসভা। প্রদান করা হবে সম্মাননা।

ফিডে গ্র্যান্ড সুইস দাবার তৃতীয় রাউন্ডে জয় পেলেন ভারতের ডি গুকেশ

জোড়া ব্যর্থতার পর মরশুম শেষে সাফল্য

ট্রফি সাবালেঙ্কারই

নিউ ইয়র্ক, ৭ সেপ্টেম্বর : অবশেষে শাপমুক্তি! অস্ট্রেলিয়ান ওপেন এবং ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হয়নি। মরশুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের আসর অবশ্য খালি হাতে ফেরাল না এরিনা সাবালেঙ্কাকে। মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী আমান্ডা আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দিয়ে ইউএস ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন মেয়েদের এক নম্বর তারকা।

এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ফ্ল্যাশিং মিডোয় কাপ মুঠোয় নিলেন সাবালেঙ্কা। গত ১১ বছরে যা কোনও মহিলা খেলোয়াড় করতে পারেননি। শেষবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস। তিনি ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে টানা তিনবার ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

ফাইনালে সাবালেঙ্কার প্রতিপক্ষ ছিলেন দর্শকরাও! স্থানীয় মেয়ে আনিসিমোভার সমর্থনে গলা ফাটিয়েছেন ২৩ হাজারেরও বেশি দর্শক। তাই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আবেগে ভেসে গিয়েছেন বেলারুশ-তরুণী। প্রথমে কোর্টের মধ্যেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে কেঁদে ফেলেন। এরপর সোজা এক দৌড়ে পৌঁছে যান গ্যালারিতে। যেখানে তাঁর কোচিং স্টাফের সদস্যরা ও প্রেমিক জর্জিয়স ফ্রানগুলিস বসে ছিলেন। সবাইকে আলিঙ্গলের পাশাপাশি প্রেমিককে চুম্বনও করেন।

ম্যাচ চালাকালীন তাঁর উদ্দেশ্যে সারাক্ষণ বিদ্রুপ করে গিয়েছে গ্যালারি। ট্রফি হাতে এর পাল্টা দিয়েছেন সাবালেঙ্কাও। তাঁর বক্তব্য, দু'বছর আগে এখানে আমেরিকার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলার সময়ই বুঝে গিয়েছিলাম কোনও সমর্থন পাব না। প্রার্থনা করতাম, যাতে ইউএস ওপেনে কোনও মার্কিন খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হতে না হয়। আশা করি, পরের বার গ্যালারি থেকে হয়তো সমর্থন পাব।

অন্যদিকে, পরপর দুটো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালেও উঠেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল আনিসিমোভাকে। উইম্বলডন ফাইনালে হেরেছিলেন ইগা সুইয়াটেকের কাছে। এবার হারলেন সাবালেঙ্কার কাছে। ম্যাচের পর বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন আনিসিমোভা। তিনি বলেন, সাবালেঙ্কাকে শুভেচ্ছা। ওর খেলায় আমি মুগ্ধ। যে পরিস্থিতিতে এই পর্যায়ের টেনিস উপহার দিল, তা অন্য কেউই করতে পারত না।

সাবালেঙ্কাও পাল্টা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আনিসিমোভাকে। তিনি বলেন, পরপর দুটো গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে ওঠা অসাধারণ কৃতিত্ব। ফাইনালে হারের দুঃখ কতটা, সেটাও আমি জানি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আনিসিমোভা একদিন ঠিক জিতবে। আর সেই জয়ের আনন্দ হবে অনেকটাই বেশি।

ইউএস ওপেন জিতে সাবালেঙ্কা।

ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও, প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণাঞ্চল। পশ্চিমাঞ্চলকে টেক্কা দিয়েছে মধ্যাঞ্চলও। ৫ উইকেটে ২৭৮ রান নিয়ে চতুর্থ দিনে মাঠে নেমেছিল উত্তরাঞ্চল। যদিও তাদের ইনিংস ৩৬১ রানেই গুটিয়ে যায়। ফলে প্রথম ইনিংসে ১৭৫ রানের লিড পেয়েছিল দক্ষিণাঞ্চল। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণাঞ্চল ১ উইকেটে ৯৫ রান তোলার পর খেলা ড্র হয়ে যায়। অন্যদিকে, পশ্চিমাঞ্চলের ৪৩৮ রানের জবাবে মধ্যাঞ্চলের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৬০০ রানে। ফলে মধ্যাঞ্চল ১৬২ রানে লিড পায়। পশ্চিমাঞ্চল দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৬ রান তুলেছিল। শ্রেয়স (১২) এই ইনিংসেও ব্যর্থ। তবে যশস্বী ৬৪ রান করেন।

ডেম্বেলের চোট

প্যারিস, ৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন। এর ফলে ছয় সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে গেলেন ফরাসি উইঙ্গার উসমান ডেম্বেলে। এতে জাতীয় দলের কোচ দিদিয়ের দেশোঁর উপর চটেছে ডেম্বেলের ক্লাব পিএসজি। কারণ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আটলান্টা এবং বার্সেলোনাকে ম্যাচে দলের সেরা তারকাকে পাবে না পিএসজি। এমনকী, ফরাসি লিগের বেশ কিছু ম্যাচেও ডেম্বেলে খেলতে পারবেন না। ফলে তাঁকে ঘিরে আশঙ্কা রয়েছে।

ধোনি-মাধবনের অ্যাকশন থ্রিলার

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : মাঝে মাঝেই তিনি নতুন অবতার রূপে ধরা দেন ভক্তদের কাছে। এবার মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেখা যাচ্ছে বন্দুক হাতে অ্যাকশন থ্রিলারে। বলিউড অভিনেতা আর মাধবনের সঙ্গে তাঁর অ্যাকশন টিজার সামনে এসেছে। আর আসা ইস্তক ইন্টারনেটে ভক্তদের মধ্যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

তিনটি আইসিসি ট্রফি জয়ী প্রাক্তন অধিনায়ক ঠান্ডা মাথায় রান তাড়া করায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এবার তাঁকে বন্দুক হাতে দেখা যাবে মাধবনের সঙ্গে। অভিনেতা তাঁর আসন্ন ছবির কয়েকটি ক্লিপ সমাজমাধ্যমে দিয়েছেন। 'দ্য চেজ' নামের এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন ভসন বালা। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ধোনি ও মাধবন কালো গিয়ার, বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ও সানগ্লাস পরে অফিসার রূপে কোনও মিশনে অংশ নিচ্ছেন। মাধবনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন কুলের এই অ্যাকশন ছবি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পরার পরই নেটিজেনদের মধ্যে ঝড় বয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন আগে খেলার মাঠ থেকে সরে গেলেও ধোনি এখনও তুমুল জনপ্রিয়।

মাধবন এই টিজারের সঙ্গে লিখেছেন, ওয়ান মিশন, টু ফাইটার্স। বাকল আপ, আ ওয়াইল্ড এক্সপ্লোসিভ চেজ বিগিনস। আরও লিখেছেন, প্রকাশ হল এর টিজার। ডিরেক্টর ভসন বালা। খুব শীঘ্রই আসছে। তিনি এর বেশি কিছু লেখেননি। ফলে এটি ছবি, সিরিজ নাকি স্পেশাল প্রোজেক্ট সেটা পরিষ্কার হচ্ছে না। এমনকী এটাও জানা যায়নি যে এখানে ধোনির চরিত্র ক্যামিও নাকি পুরো ছবি জুড়েই। ২০১৬-তে ধোনিকে নিয়ে ছবি হয়েছিল। সুপার হিট এই ছবিটির নাম ছিল এম এস ধোনি : দ্য আনটোল্ড স্টোরি। ক্রিকেটারের চরিত্রে ছিলেন প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত। মাধবনের সামনে অবশ্য দ্য চেজ ছাড়াও রয়েছে একগুচ্ছ ছবি। তবে এই টিজার বেরোতেই নানা জল্পনা সামনে আসতে শুরু করেছে।

যোগ্য ছিলাম বলেই হতাশ হয়েছি : শ্রেয়স

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের দল থেকে তাঁর বাদ পড়া নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে ক্রিকেট মহলে। সেই শ্রেয়স আইয়ার অবশেষে মুখ খুললেন নিজের বাদ পড়া নিয়ে।

এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়স বলেছেন, বাদ পড়ে হতাশ হয়েছিলাম। কারণ দলে থাকার যোগ্যতা আমার আছে। তবে পাশাপাশি এটাও মনে করি, বাকিরাও ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করছে। নিয়মিত খেলছে। দলের জন্য নিজেদের সেরাটা দিচ্ছে। তাই ওদের পাশে থাকা উচিত। সত্যি

কথাটা হল, দল যখন জিততে থাকে, তখন সবাই খুশি থাকে।

শ্রেয়সের জন্য সুখবর, তাঁকে ফের ভারতীয় ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনেছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে বেসরকারি টেস্ট খেলবে ভারত এ দল। শ্রেয়স নেতৃত্ব দেবেন এ দলকে। শ্রেয়স নিজেও নিজের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আমি সততার সঙ্গে নিজের কাজটা করে যেতে চাই। এমনকী, সেটা সুযোগ না পেলেও। আসল ব্যাপার হচ্ছে, নিজের কাজের প্রতি সৎ থাকা। কঠোর পরিশ্রম করে নিজেকে তৈরি রাখা। যাতে জাতীয় দলে ডাক পেলেই, নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারি। শুধু প্রচারে থাকার জন্য নয়, যখন কেউ আপনার দিকে নজর দিচ্ছে না, তখনও নিজের কাজটা করে যেতে হয়।

রেকর্ডের সামনে রোনাল্ডো

ইয়েরেভান, ৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোলের সুবাদে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির একটি রেকর্ড ভেঙে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে এতদিন মেসি ও রোনাল্ডো দু'জনেই ৩৬টি করে গোল করেছিলেন। তবে আর্মেনিয়া ম্যাচের পর, গোলসংখ্যা বাড়িয়ে ৩৮টি করেছেন রোনাল্ডো। এবার বিশ্বরেকর্ড গড়তে রোনাল্ডোর চাই আরও মাত্র দু'টি গোল।

মঙ্গলবার রাতে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ফের ম্যাচ রয়েছে পর্তুগালের। সেদিনই হয়তো নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেলতে পারেন সিআর সেভেন। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে সবথেকে বেশি গোল করার রেকর্ড রয়েছে গুয়েতেমালার প্রাক্তন স্ট্রাইকার কার্লোস রুইজের দখলে। ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে মোট ৪৭ ম্যাচ খেলে ৩৯টি গোল করেছিলেন। সেখানে রোনাল্ডো ৪৮ ম্যাচে করেছেন ৩৮ গোল। রুইজের রেকর্ড ছুঁতে তাঁর প্রয়োজন মাত্র একটি গোলের। অন্যদিকে, মেসি বাছাই পর্বে ৭২ ম্যাচে ৩৬ গোল করেছেন। এদিকে, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শুরুটা বড় ব্যবধানে করতে পেরে দারুণ খুশি রোনাল্ডো। সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি বার্তা দিয়েছেন, একটা ধাপ এগোলাম।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ডও। হ্যারি কেনরা ২-০ গোলে হারিয়েছেন প্রতিপক্ষ অ্যান্ডোরাকে। ম্যাচের ২৫ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান গঞ্জালেসের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৬৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডেক্লান রাইস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোর্ডের ইনজুরি নিয়মের প্রথম ঘটনা ঘটল হার্ভিক দেশাইয়ের সঙ্গে। চোট পেতেই বদলি হিসাবে খেললেন সৌরভ নাওয়ালে

মাঠে ময়দানে

8 September, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সোমবার

হকিতে এশিয়া সেরা ভারত

ম্যাচ শেষ। উৎসব ভারতীয়দের। এশিয়া কাপ হকি ফাইনালে রবিবার রাজগিরে।

রাজগির, ৭ সেপ্টেম্বর : এশিয়া সেরা হয়েই আগামী বছর হকি বিশ্বকাপ খেলবে ভারত। রবিবার দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ গোলে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেন হরমনপ্রীত সিংরা। এই নিয়ে চতুর্থবার। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে ফাইনালে রীতিমতো দাপট দেখিয়ে ট্রফি জিতলেন ভারতীয়রা। সুযোগ নষ্ট না করলে, ম্যাচটা আরও বড় ব্যবধানে জিতত ভারত। এশিয়া সেরা হওয়ার ফলে, বিশ্বকাপে সরাসরি জায়গা করে নিলেন হরমনপ্রীতরা।

সুপার ফোরে কোরিয়ার সঙ্গে ম্যাচটা ২-২ ড্র হয়েছিল। তাই এদিন খেলা শুরু সঙ্গে সঙ্গেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিলেন হরমনপ্রীতরা। ৩১ সেকেন্ডের মধ্যেই গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। কোরিয়ান বক্সের মধ্যে বল পেয়েই রিভার্স শটে জাল কাঁপান সুখজিৎ সিং। এর পরেও ভারতীয়দের দাপট বজায় ছিল। ৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ভারত। কিন্তু যুগরাজ সিংয়ের নেওয়া পেনাল্টি স্ট্রোক ডান দিকে ঝাঁপিয়ে রুখে দেন কোরিয়ান গোলকিপার। প্রথম কোয়ার্টারে আর কোনও গোল হয়নি।

দ্বিতীয় কোয়ার্টারে নিজেদের অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছিল কোরিয়া। মাঝে মাঝেই কোরিয়ানরা পাল্টা আক্রমণ তুলে আনছিলেন ভারতীয় রক্ষণে। অন্যদিকে, ভারতীয়রা কিছুতেই গোলের মুখ খুলতে পারছিলেন না। অবশেষে চাপের মুখে ভেঙে পড়ে কোরিয়ান রক্ষণ। ২৭ মিনিটে দিলপ্রীত সিংয়ের গোলে ২-০। বক্সের মধ্যে বল পেয়েই জোরালো হিটে গোল করেন তিনি। বিরতির সময় ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে মাঠ ছেড়েছিল ভারত।

তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিলেন ভারতীয়রা। কিন্তু কোরিয়ান গোলকিপারের দৃঢ়তায় ব্যবধান বাড়ছিল না। এরই মধ্যে ফাউলের জন্য একবার দিলপ্রীতের গোলও বাতিল হয়। কোরিয়ানদের দ্রুত গতি সামাল দিতে, মাঝে মাঝেই খেলার গতি মন্থর করে দিচ্ছিলেন হরমনপ্রীতরা। কোয়ার্টারের শেষ দিকে পরপর কয়েকটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে নিয়েছিল কোরিয়া। তবে কোনও বিপদ ঘটেনি। উল্টে ৪৫ মিনিটে দিলপ্রীতের গোলে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। চতুর্থ কোয়ার্টারে পেনাল্টি কর্নার থেকে ৪-০ করেন অমিত রুইদাস। তবে এক মিনিটের মধ্যেই পেনাল্টি কর্নার থেকে ব্যবধান কমান কোরিয়ার সন ডাইন।

এদিকে, চিনকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তিন নম্বরে থেকে এশিয়া কাপ শেষ করেছে মালয়েশিয়া। চিন চারে এবং জাপান পাঁচে। ফলে কোরিয়ার সঙ্গে তারাও বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, জাপানের কাছে ১-৬ গোলে হেরে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করা বাংলাদেশ প্লে-অফ খেলবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে।

বিশ্ব তিরন্দাজিতে ঐতিহাসিক সোনা

সোনাজয়ী ত্রয়ী ঋষভ, আমন ও প্রথমেশ।

গোয়াংজু, ৭ সেপ্টেম্বর : তিরন্দাজি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার সোনা জিতে ইতিহাস ভারতের। দক্ষিণ কোরিয়াতে আয়োজিত টুর্নামেন্টে রবিবার ছেলেদের কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে এই সোনা জিতেছেন ভারতের ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রথমেশ ফুগে। এদিন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ফাইনালে ভারতীয় তিরন্দাজ ত্রয়ী ২৩৫-২৩৩ পয়েন্টে হারিয়েছেন ফ্রান্সকে। যা তিরন্দাজি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ভারতের প্রথম সোনার পদক। ফাইনালে তিন সেটের পর দু'দলেরই পয়েন্ট ছিল ১৭৬। তবে চূড়ান্ত রাউন্ডে ভারতীয় তিরন্দাজরা ৫৯ পয়েন্ট স্কোর করেন। ফরাসিরা স্কোর করেন ৫৭ পয়েন্ট। আর এই দু'পয়েন্টের ব্যবধানেই ফ্রান্সকে টেক্কা দিয়ে সোনার দখল নেয় ভারত।

এর আগে মেয়েদের কম্পাউন্ডের মিক্সড টিম ইভেন্টে অল্পের জন্য সোনা হাতছাড়া হয়েছিল ভারতের। জ্যোতি সুরেখা ও ঋষভ যাদব ফাইনালে লড়াই করেও ১৫৫-১৫৭ পয়েন্টে হেরে যান প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডসের কাছে। ফলে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল জ্যোতি ও ঋষভকে। সেই আক্ষেপ অবশ্য ঋষভ মিটিয়ে নিলেন ছেলেদের কম্পাউন্ড টিম ইভেন্টে সোনা জিতে।

আজ কাফা কাপে ব্রোঞ্জের ম্যাচ

ওমান দ্বৈরথে ভারতের সামনে কুইরোজ কাঁটা

হিসোর, ৭ সেপ্টেম্বর: প্রথমবার কাফা নেশনস কাপে অংশ নিয়েই গ্রুপ রানার্স হয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে নামছে খালিদ জামিলের ভারত। প্রতিপক্ষ ভারতের (১৩৩) থেকে ফিফা ক্রমতালিকায় ৫৪ ধাপ এগিয়ে থাকা ওমান (৭৯)। তাজাকিস্তানের হিসোর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে সোমবার ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ম্যাচ। একই ভেনুতে গ্রুপ লিগে তিনটি ম্যাচ খেলার সুবিধা ভারত পেলেও ধারে-ভারে অনেক এগিয়ে ওমান। কোচের হটসিটে রয়েছেন বিশ্বখ্যাত কার্লোস কুইরোজ। পর্তুগাল, কলম্বিয়া, মিশর, ইরান, রিয়াল মাদ্রিদকে কোচিং করানো কুইরোজ খালিদের দলের সামনে নিঃসন্দেহে বড় বাধা। পরিসংখ্যান বলছে, ৩১ বছর আগে ভারত একটি ম্যাচ জিতলেও সরকারি ম্যাচে দশবারের মুখোমুখি সাক্ষাতে কখনও জয়ের মুখ দেখেনি ভারতীয়রা। সাতবারই জিতেছে ওমান এবং তিনটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। স্পষ্টতই ভারত ম্যাচে আন্ডারডগ।

ভারতের কোচ খালিদ নতুন দায়িত্ব নিয়েই চমক দিয়েছেন। মোহনবাগানের সেরা সাতজন ফুটবলারকে ছাড়াই সাধ্যমতো চেষ্টা করছেন। সন্দেশ ঝিঙ্গানের মতো রক্ষণের নির্ভরযোগ্য ফুটবলারও চোটে ছিটকে গিয়েছেন। এশিয়ান কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ওমান দ্বৈরথ আনোয়ার আলিদের সামনে শেষ বড় পরীক্ষা এবং

কুইরোজের সঙ্গে খালিদ। পাশে ফুটবলার বরিস।

প্রস্তুতিরও মঞ্চ। অঘটন ঘটিয়ে তৃতীয় স্থান পেলে বিরাট সাফল্য হবে ব্লু টাইগার্সের। কোচ খালিদ চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছেন। ম্যাচের আগের দিন কুইরোজের পাশে বসেই খালিদ বললেন, ওমান খুব ভাল দল। ওদের দারুণ একজন কোচ (কুইরোজ), দুর্দান্ত খেলোয়াড়রা রয়েছেন। নিজেদের গ্রুপে ওরা খুব ভাল ফল করেছে। আমাদের জন্য কাজটা কঠিন হতে যাচ্ছে এবং আমাদের সবকিছুর জন্য লড়াই করতে হবে। তবে আমরা তৈরি। জিততে চাই। সবার আগে আমাদের অনুকূলে ফলাফল চাইছি।

সুহেলদের লড়াই

প্রতিবেদন: দোহায় শক্তিশালী কাতারের বিরুদ্ধে সমানে পাল্লা দিয়েছে ভারতের অনূর্ধ্ব ২৩ দলের ফুটবলাররা। যুব দলের এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে কাতারের ডেরায় ১-২ গোলে হারতে হলেও মন ভরিয়েছে ভারতীয় যুব দলের খেলা। মহম্মদ সুহেল, পরমবীর, সানানদের খেলা প্রশংসিত হচ্ছে। কিন্তু কাতারের জয় নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। পিছিয়ে পড়েও সুহেলের হেডে করা অসাধারণ গোলে ১-১ করেছিল ভারত। কিন্তু বিতর্কিত পেনাল্টিতেই জয়ের স্বপ্নভঙ্গ। রিপ্লেতে দেখা যায়, পরমবীর কাতারের ফুটবলারকে ফাউল করেননি। ফুটবলারটি নিজেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান। তাই লাল কার্ড ও পেনাল্টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু।

রেফারিকে প্রহার

প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবলে নক্কারজনক ঘটনা। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা লিগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখানোর কারণে রেফারিকে তাড়া করে বেদম মারধর করে খড়দহ সূর্য সেন ক্লাবের ফুটবলাররা। রেফারিকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে।

২৫ অক্টোবর শুরু সুপার কাপ

আইএসএল: টেন্ডার তদারকিতে কমিটি

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ফুটবল মরশুম শুরু করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করতে বাধ্য হল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। শনিবার বেশি রাতে জরুরি কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এআইএফএফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২৫ অক্টোবর সুপার কাপ দিয়ে মরশুম শুরু হবে। প্রতিযোগিতার ফাইনাল ২২ নভেম্বর। সুপার কাপ হবে ধাপে ধাপে। কারণ, মাঝে ফিফা উইন্ডো রয়েছে। তবে সবচেয়ে জরুরি বিষয়টি হল, সর্বোচ্চ আদালতের রায় মেনে আইএসএলের নতুন আয়োজক স্বত্ব বা বাণিজ্যিক পার্টনার খোঁজার প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি পেশাদার এজেন্সি নির্বাচন করতে হবে। তারজন্য ইতিমধ্যেই ফেডারেশন দরপত্র আহ্বান করেছে। টেকনিক্যাল ও বাণিজ্যিক টেন্ডার বা দরপত্রগুলি আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর খোলা হবে।

নতুন পেশাদার সংস্থা নির্বাচনের পরই আইএসএলের মার্কেটিং পার্টনার চেয়ে দরপত্র আহ্বান করা হবে। ফেডারেশনের সভায় ঠিক হয়েছে, আপাতত শুধু আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্বের জন্যই টেন্ডার ছাড়া হবে। পুরো প্রক্রিয়া তদারকির জন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে তিন সদস্যের বিড ইভলিউশন কমিটি (বিইসি) কমিটি গঠন করা হয়েছে ফেডারেশনের সভায়। কমিটির নেতৃত্বে প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে রয়েছেন এএফসি-র অডিট ও কমপ্লায়ান্স কমিটির সদস্য কেসাভারান মুরুগাসু। একইসঙ্গে এমআরএ নিয়ে ফেডারেশনের গঠিত টাস্ক ফোর্সও কাজ করবে। জানা গিয়েছে, নতুন মার্কেটিং সংস্থার সঙ্গে চুক্তি (এমআরএ) স্বল্প মেয়াদের হবে না। ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ হবে। এদিকে আইএসএল শুরু নিয়ে স্পষ্ট রূপরেখা না পাওয়া পর্যন্ত সুপার কাপ খেলতে আগ্রহী নয় ক্লাবগুলো। তাদের সঙ্গে কথা বলবে ফেডারেশন।

১৪৮ বছরে এই প্রথম। পরপর দু'বলে আউট কানাডার দুই ওপেনার। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ঘটনা। জিতেছে স্কটল্যান্ড

হল ব্রঙ্কো টেস্ট, ঝড় অভিষেকের

এক মাঠে প্রস্তুতি, সূর্যরা এড়ালেন শাহিনদের

দুবাইয়ে আইসিসি অ্যাকাডেমিতে এশিয়া কাপের মহড়া ভারতের।

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর : দেখা হল, কথা হল না। এমনকী হ্যান্ডশেকও নয়। ১৪ তারিখের ভারত-পাক মহারণের আগে দু'দলের এমনই চিত্র ধরা পড়ল দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে।

এশিয়া কাপে গ্রুপ এ-তে রয়েছে এই দুটি দল। ভারতের প্রথম ম্যাচ বুধবার। ফলে আগের দিনের মতোই আগেভাগে প্র্যাকটিসে নেমে পড়েছিলেন সূর্য-শুভমনরা। মাঠের একদিকের নেটে ঝড় তুলছিলেন ব্যাটাররা। সূর্যদের প্র্যাকটিস যখন প্রায় শেষের মুখে তখন ত্রিদেশীয় ফাইনালে আফগান ম্যাচের প্রস্তুতিতে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মাঠে আসে পাকিস্তান দল। তারা অবশ্য অ্যাকাডেমি মাঠের আরেক প্রান্তে চলে যায়।

অনেকে ভেবেছিলেন একটা হাই-হ্যালো হবে। করমর্দনও। কিন্তু ভাবাই সার! ভারতীয় দল নিজেদের প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত থাকল। আর পাকিস্তানিরাও সোজা তাদের নির্দিষ্ট নেটে চলে গেলেন। আগে ভারত-পাক ম্যাচের আগে বিরাট-রোহিতের সঙ্গে বাবর-রিজওয়ানকে প্রায়শই হাত মেলাতে দেখা যেত। এখন এরা কেউ টি ২০ দলে নেই। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চেনা সৌজন্যের ছবিটাও আপাতত উধাও।

আগের দিন প্রায় চার ঘণ্টা প্র্যাকটিস করেছে ভারতীয় দল। ট্রেনার আদ্রিয়ান লেরুর তত্ত্বাবধানে শুরুতেই হয় বহুচর্চিত ব্রঙ্কো টেস্ট। তাতে প্লেয়ারদের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিতে দেখা যায় কোচ গৌতম গম্ভীরকে। প্রথম দিন হালকা ট্রেনিং করার পর শনিবার থেকে পূর্ণ উদ্যমে চালু হয়েছে নেট সেশন। ভারতীয় নেটে সবথেকে বেশি স্বচ্ছন্দ দেখা গেল ওপেনার অভিষেক শর্মাকে। তিনি অনায়াসে বল তুলে মেরেছেন। তিলক, সুর্য, রিঙ্কুকেও ছক্কার চেষ্টায় থাকতে দেখা যায়।

বোলারদের মধ্যে বুমরা লম্বা স্পেলে বল করেছেন। কুলদীপ, বরুণও টানা বল করেন। দুবাইয়ের উইকেট বরাবর স্লো টার্নার হয়। গম্ভীর কি একসঙ্গে দুজনকে খেলাবেন? এদিকে, টানা দু'দিন গা-ঘামানোর পর রবিবার ক্রিকেটারদের ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

প্রকাশ্যে এল নতুন জার্সি

কাপ জয়ের শপথ নিল ভারতীয় দল

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ভারত অভিযান শুরু করবে বুধবার। তার আগে রবিবার প্রকাশ্যে এল টিম ইন্ডিয়ার নতুন জার্সি। যা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল। জার্সির ডিজাইনে পরিবর্তন না হলেও, নেই স্পনসরের নাম। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নিয়মে সরে গিয়েছে প্রধান স্পনসর ড্রিম ইলেভেন।

জার্সি প্রকাশের এই ভিডিওতে বক্তব্য রেখেছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব-সহ একাধিক ভারতীয় ক্রিকেটার। ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, গতবারের চ্যাম্পিয়নরা আবার ফিরে এসেছে।

ভিডিওতে সূর্যকে বলতে শোনা গিয়েছে, এই লড়াই এশিয়ার সেরা হওয়ার। আমরা ফের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসে গিয়েছি। তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া আবার বলেছেন, আমরা সম্ভ্রম ও সম্মান আদায় করার জন্য লড়ব। নিজেদের সবটুকু উজাড় করে দেওয়ার জন্যই এখানে এসেছি। দলের অন্যতম সদস্য সঞ্জু স্যামসনকে ভিডিওতে বলতে শোনা গিয়েছে, টুর্নামেন্টকে আমরা মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছি না। মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটাই দেব। বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিংয়ের বক্তব্য, দেশের স্বপ্নই আমাদের কাছে সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমাকে স্কোর পাঠিয়েছিল, বিরাটের টেস্ট নিয়ে সুনীল

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর : নতুন মরশুম শুরুর আগে বিসিসিআই-এর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা সমস্ত ক্রিকেটাররা সম্প্রতি ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন। রোহিত শর্মা, শুভমন গিলরা শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা দিয়েছেন বেঙ্গালুরুতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। কিন্তু সেখানে সবাই থাকলেও হাজির ছিলেন না বিরাট কোহলি। পরিবারের সঙ্গে ইংল্যান্ডে রয়েছেন তিনি। সূত্র মারফত জানা যায়, বিলেতে বসেই অনলাইনে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন বিরাট। যা নিয়ে বিতর্ক হয়। প্রশ্ন ওঠে, বাকিরা যখন বেঙ্গালুরুতে এসে পরীক্ষা দিচ্ছেন তখন বিরাটের জন্য কেন আলাদা নিয়ম? বোর্ড বিরাটের ফিটনেস টেস্ট নিয়ে সরকারিভাবে কোনও মন্তব্য না করলেও ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রীর মন্তব্য নিশ্চিত করল বিষয়টি। সুনীল জানিয়েছেন, তাঁকে ইংল্যান্ড থেকে ফিটনেস পরীক্ষার 'স্কোর' পাঠিয়েছেন বিরাট।

সুনীলের সঙ্গে বিরাটের বন্ধুত্ব কারও অজানা নয়। ডিপিএল পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের সেরা গোলদাতা বলেছেন, কিছুদিন আগে বিরাট কয়েকটি পরীক্ষা দিয়েছিল। তার মধ্যে একটি 'টেস্ট স্কোর' আমাকে পাঠিয়েছিল। এমন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা ভাল। তার প্রতি আসক্তি হয়ে যায়। খারাপ সময়ে যখন আপনি অলস হয়ে পড়বেন, হতাশায় ভুগবেন, তখন বিরাটদের মতো মানুষের কথা ভেবে উজ্জীবিত হবেন। নিজেকে বলবেন, 'চলো যাই'। সবাই

শীর্ষে থাকতে কোহলি বা রোনাল্ডো হতে চায়। কিন্তু এই দু'জন যেভাবে নিজেদের ফিট রাখে তা অবিশ্বাস্য।

বিরাট ও রোনাল্ডোর মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন সুনীল। তাঁর কথায়, আমার সঙ্গে রোনাল্ডোর পরিচিতি নেই। দূর থেকে ওকে দেখে শিখি। কিন্তু আমি বিরাটকে চিনি। দু'জনের মধ্যে মিল হল, ওরা যা অর্জন করেছে তাতে সন্তুষ্ট নয়। সব কিছু জেতার পরও উঠে দাঁড়িয়ে বারবার সেরাটা দিতে পারে! এটাই ওদের বাকিদের থেকে আলাদা করেছে। এটাই বিরাটদের এতদিন ধরে সফল থাকার মন্ত্র।

আয় বাড়ল বিসিসিআইয়ের

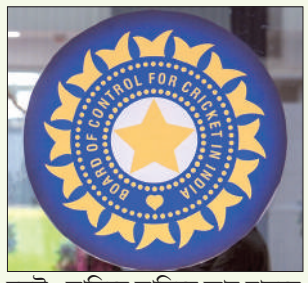

মুম্বই : লাফিয়ে লাফিয়ে আয় বাড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। একটি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইটের রিপোর্ট অনুযায়ী গত পাঁচ বছরে বিসিসিআইয়ের আয় বেড়েছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি! জানা গিয়েছে, ২০১৮-১৯ সালে বোর্ডের কোষাগারে ছিল ৬০৫৯ কোটি টাকা। ২০২৪ অর্থবর্ষের শেষে সেটা বেড়ে হয়েছে ২০,৬৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে বিসিসিআইয়ের আয় বেড়েছে ১৪,৬২৭ কোটি। এর মধ্যে শুধু গত বছরেই বোর্ড আয় করেছে ৪,১৯৩ কোটি। এশিয়া কাপ ফাইনালের দিন, ২৮ সেপ্টেম্বর বিসিসিআইয়ের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা হতে চলেছে। সেদিন বোর্ড সভাপতি পদের নির্বাচন-সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকদের নির্বাচন হবে।

ঘাস থাকবে, বড় ফ্যাক্টর শিশিরও

দাবি কিউরেটরের

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর : ছ'মাস আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় দল যে পিচে খেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, এশিয়া কাপে সেই পিচ পাবেন না সূর্যকুমার যাদবরা। জানালেন পিচ কিউরেটর টনি হেমিং।

তীব্র গরমের কারণে এশিয়া কাপের সব ম্যাচই শুরু হবে স্থানীয় সময় সন্ধে সাড়ে ছ'টায়। তবে সমস্যা হল গরমের সময় দুবাইয়ের পিচ এবং পরিবেশ আমূল বদলে যায়। হেমিংয়ের বক্তব্য, পিচে যথেষ্ট ঘাস রয়েছে। দুবাইয়ে এই মুহূর্তে এতটাই গরম যে, ঘাস ছাঁটলে পিচ ভেঙে যেতে পারে। তাই ঘাস থাকবে। এতে বলের গতি এবং বাউন্স ভাল হবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত যেমন পিচে খেলেছিল, তেমনটা এশিয়া কাপে পাবে না। ফলে পিচের চরিত্র বুঝে ভারতীয়দের পরিকল্পনা করতে হবে।

পিচ কিউরেটর আরও জানিয়েছেন, টস খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সব অধিনায়কই চাইবে টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করতে। এর কারণ শিশির। এই সময় দুবাইয়ের মাঠে এত বেশি শিশির পড়ে যে, বোলারদের কিছুই করার থাকে না। এমনটাও হতে পারে যে, দুর্বল কোনও দল হয়তো শক্তিশালী কোনও দলকে হারিয়ে দিল!

প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার রবিন সিংও মনে করেন, টস এবারের এশিয়া কাপে বড় ফ্যাক্টর। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির কোচ ছিলেন রবিন। তাই দুবাইয়ের পিচ ও পরিবেশকে নিজের হাতের তালুর মতোই চেনেন। তিনি বলছেন, সূর্যর টস জেতাটা খুব জরুরি। এত গরমে প্রথম বল করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেই সময় পিচ তাজা থাকবে। ঘাসও থাকবে। ফলে নতুন বল ভালই স্যুইং করবে। স্পিনাররাও পরের দিকে সাহায্য পাবে। এছাড়া শিশিরের জন্য পরে বল করলে বোলারদের বল ধরতে সমস্যা হবে।